# THE HYPOCRITE

# —ভণ্ড—

(সামাজিক নক্সা।)

প্রণেতা-শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায়।

প্রকাশক—শ্রীবিনোদ বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪৯, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জ্যৈষ্ঠ—১৩১৬।

 [ মূল্য আট আনা।

Calcutta:
PRINTED BY S. C. GHOSE
AT THE
LAKSHMI PRINTING WORKS.
64/1, 64/2 SUKEA'S STREET.

1909.

# উৎসর্গ

মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণই শাস্ত্রোপদেশ। ভগবানের রচিত এ অনন্ত বিশ্বরাজ্যের সর্ব্বস্বই তাঁহার। সুতরাং তাঁহারই প্রদত্ত পুষ্প-চন্দনার্ঘ্যে তাঁহার পূজার আয়োজন বিহিত, তাঁহারই যথাসর্ব্বস্ব তাঁহাকে অর্পণ করিয়াই আমরা প্রীত। নাট্য-জগতে যাঁহাকে আমি অবিচল আন্তরিক বিশ্বাসে দেবতার আসনে বসাইয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করি, যে মহাজনের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া আমার নাট্য-জীবনের প্রথম সোপানে পদার্পণ, যাঁহার যুগান্তরকারী এক একখানি সজীব মহানাটকের গভীর ভাব-প্রবাহে আমার কর্ম্ম-জীবন প্রথম স্পন্দিত, নাট্য সাম্রাজ্যের সেই ছত্রপতি বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা, উদার-চেতা, কবিকুল-ভূষণ, পরম পূজ্যপাদ **শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ** মহাশয়ের পবিত্র কর-কমলে আমার গুরুপূজার প্রথম পুষ্প—এই অকিঞ্চিৎকর রচনাটি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে সমর্পণ করিলাম। ইতি—

আপনার স্নেহের—

ভূতনাথ

বাগবাজার, কলিকাতা
১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬।

# কৈফিয়ৎ



কল্পনার সাহায্যে সমাজ-চিত্র বিকৃত করিয়া হাস্যরসের উদ্দীপনা প্রয়াসে, এ সামাজিক চিত্র অঙ্কিত হয় নাই। সমাজ-শরীরে নানা দোষদুষ্ট যে গভীর ক্ষত ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইয়া অলক্ষ্যে সমস্ত সমাজটাকে ধ্বংসের পথে আনয়ন করিতেছে, সেই ক্ষতের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া তাহার নিদান-নিরাকরণ জন্যই, সমাজের এই অবিকৃত চিত্র—অপ্রিয় সত্যের, অবতারণা করা হইয়াছে। রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দর্শনান্তে দর্শকগণের শুধু 'বাহবা' বা 'ছিছি' শব্দ দ্বারা এই পুস্তকের রচনা-কৌশল মাত্র সমর্থিত বা উপেক্ষিত হয় ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। রঙ্গালয় কেবল আমোদ উপভোগের স্থল নহে—পরন্তু শিক্ষারও ক্ষেত্র, ইহা স্মরণ রাখিয়া, দর্শকবৃন্দ অভিনয় দর্শন কালে স্থির ও ধীর ভাবে অভিনয়ের উদ্দেশ্য পর্য্যবেক্ষণ এবং গৃহে ফিরিয়া সেই উদ্দেশ্যের সম্যক অনুশীলন করতঃ আচার, অভ্যাস, সংস্কার ও চরিত্রগত দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমবেত-চেষ্টা সাহায্যে সমাজ রক্ষায় মনযোগী হইলে, গ্রন্থকারের এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ-চেষ্টা সার্থক হইবে।

গ্রন্থকার।

# কৃতজ্ঞতা

প্রিয় সুহৃদ শ্রীমান সিদ্ধেশ্বর দাস এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত ভ্রম ও প্রুফ্ সংশোধন কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করায় গ্রন্থকার তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

# ভণ্ড।

## চরিত্র

### পুরুষ

| | |
|---|---|
| যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... | এটর্ণী। |
| সতীশচন্দ্র ... ... | যোগেশের জ্যেষ্ঠ পুত্র। |
| জ্যোতীষচন্দ্র ... ... | ঐ মধ্যম পুত্র। |
| কে, ডি, সেন ... | ব্যারিষ্টার ( জ্যোতিষের বন্ধু )। |
| মটুকমোহন চক্রবর্ত্তী ( পাগলা ব্রাহ্মণ ) | নিষ্কর্ম্মা সমাজপতিগণ। |
| গজেন্দ্র ঘোষাল ( ব্যবসায়ী শিক্ষক ) | |
| নদেরচাঁদ রায় | |
| যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় | |
| করালীচরণ চট্টোপাধ্যায় | |
| কেশবলাল মহলানবিশ | অবলা কলেজের শিক্ষক। |
| যদুনাথ ভৌমিক | |

রাম চাটুয্যে, নারান, বর, বরযাত্রী, হোটেলওয়ালা ইত্যাদি।

## স্ত্রী

| | | | |
|---|---|---|---|
| তারাসুন্দরী | ... | ... | যোগেশের স্ত্রী। |
| কিরণবালা | ... | ... | সতীশের স্ত্রী। |
| শশীবালা | ... | ... | মটুকের স্ত্রী। |
| মানদাবালা | ... | ... | গজেন্দ্রের স্ত্রী। |
| মনোরমা | ... | ... | নন্দেরচাঁদের ২য় পক্ষের স্ত্রী। |
| বিদ্যুৎলতা | ... | ... | মটুকের কন্যা। |
| স্নেহলতা | ... | ... | গজেন্দ্রের কন্যা। |
| কনকলতা | ... | ... | যাদবের কন্যা। |
| আশালতা | ... | ... | করালীর কন্যা। |
| মিসেস্ সেন | ... | ... | কে, ডি, সেনের স্ত্রী। ( অবলা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল )। |
| গোলাপ সুন্দরী | ... | ... | যাদবের রক্ষিতা বৃদ্ধা বারবণিতা। |

অবলা কলেজের ছাত্রীগণ, হোটেলওয়ালী, ঝী, ইত্যাদি।



# ভণ্ড।



## প্রস্তাবনা।

### রঙ্গপট।

নট-নটীর গীত।

উঠলো হুজুগ সহরেতে হিঁদুয়ানী সংস্কার,
ঠেলবো জাতে বিলাত ফেরৎ মাড়াবনা ছায়া তার।
উইলসন্ হোটেলে যাও,
ঘরে বসে মুরগী খাও,
মেয়েদের কলেজ্ পাঠাও, আপত্তি তায় আছে কার,
বিলাত ফেরৎ বসবে পাসে, এযে বেজায় অনাচার।

## প্রস্তাবনা

তুলে দাও শ্রাদ্ধ বাপের,
তোল পূজা দেবী দেবের,
দাও তুলে দাও ক্রিয়াকাণ্ড টানা টানির যে বাজার,—
নেড়ের হাতের রান্না মট্‌ন্‌,
চপ্‌, কাটলেট্‌, আণ্ডা-ঘোঁটন্‌,
মুড়ি দিয়ে খাও চুপি চুপি নগদ্‌ কিম্বা করে ধার ;
দোষ দেখিনা তায় ত কোন এযে হালের দেশাচার।
পাত পেতে খাও শুঁড়ীর বাড়ী,
খেয়ে আঁচাও তাড়াতাড়ি,
রাতটা কাটাও যথায় তথায় দেখচে কেবা আর,—
ভোরে উঠে গঙ্গাযাত্রা,
সাত্বিকতার পূর্ণ মাত্রা,
ডুব দিয়ে চাও আসে পাশে (করো) দেখলে সূয্যি নমস্কার,
ডাকলে খেতে 'সাগরপেরো' আমরা কি যাই বাড়ী তার।
নই আমরা কেয়োকেটা,
পুরুষত্ব, বুকের পাটা,
মস্তো মোদের, মানবেনা যে, কুৎসা রটাও তার,—
যা কিছু সব মোদের ভাল,
উপ-গিন্নী গৃহের আলো,
টেরপেলে কি এলো গেলো, আমরা সবাই নির্ব্বিকার,
শুনব নাকো কারো কথা রাখব শুধু দেশাচার।

( এস ) লোকের চোখে দিয়ে ধূলি,
হিড়িকটে ভাই ঝাঁকিয়ে তুলি,
চেঁচিয়ে বলি—ধর্ম্ম কর্ম্ম গেলো ছারেখার,—
বিলাত ফেরৎ ষণ্ডা যত,
সমাজ-দেহের দুষ্ট ক্ষত,
ফেলবো ছেঁটে একেবারে, রাখব কেবল জাত-বিচার,
আমরা সবাই খাঁটি হিঁদু, করিনা কারেও কেয়ার।

হিঁদুর ঘরের এক এক রথী,
কৃত বিদ্য—সমাজ-পতি,
বলিহারি বুদ্ধি তাদের ব্যবস্থা কি চমৎকার,—
কেটে আপন উত্তমাঙ্গ,
ক্রমে হচ্চেন অবসাঙ্গ,
ভাবেন তবু এই উপায়ে রক্ষাপেলে দেশাচার
হবে দেশের মহোন্নতি (অন্তে) মিলবে স্বর্গে অধিকার।





# প্রথম অঙ্ক।

## প্রথম দৃশ্য।

### যোগেশবাবুর বৈটকখানা।

যোগেশ, গজেন্দ্র, ও নদেরচাঁদ।

গজেন্দ্র। আমি তখনই বলেছিলাম—যোগেশ বাবু! আজকালকার ছেলেদের হাতে বিষয় সম্পত্তি দেবেন না; এখন বিবেচনা করে দেখুন কি হ'লো?

যোগেশ। আমি বুড়ো হইচি,—বিষয় সম্পত্তি আর নিজে দেখতে পারি না, তাই ছেলেদের হাতে দিয়েছি। এখন থেকে তারা দেখুক, তা নাহ'লে শিখবে কবে?

গজেন্দ্র। তা দেখুন না—কেমন শিখলে? জ্যোতীষটা বেড়ে ছেলে ছিল, যেমন বিদ্বান্ তেমনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতে ভক্তি; কে তাকে এমন দুর্ব্বুদ্ধি দিলে, একেবারে মাটী হ'য়ে গেল।

যোগেশ। মাটী কিসে হ'লো? বিলাত গিয়েছে, ভালই হয়েছে। লেখা পড়া শেখবার জন্য বিলাত যাওয়ায় আমি কোন দোষ দেখি না।

নদেরচাঁদ। আপনি বলেন কি? ব্রাহ্মণের ছেলে বিলাত যাবে? আপনার উচিত তেমন ছেলের খরচপত্র সব বন্ধ করে দেওয়া; কি কবদ্ধি!—কি কুবুদ্ধি!!

যোগেশ। আপনাদের মত সুবুদ্ধিদাতার পরামর্শ নিলে দু'দিনে ভিটে খাঁ খাঁ করবে।

নদেরচাঁদ। আপনি এখন একথা বলচেন বটে, কিন্তু আপনার পিতা বেঁচে থাকলে কখনই এ কার্য্যের অনুমোদন ক'ত্তেন না।

যোগেশ। আমি ত আর সেকেলে কতকগুলো orthodox বুড়োদের মত আহাম্মক নই। ছেলেটা মানুষ নাহ'য়ে যাতে মাটী হয়ে যায়, সে চেষ্টা ত আমি করতে পারি না। তার অনেকদিন থেকে ঝোক বিলাত গিয়ে medical degree নিয়ে আসবে। তা গেছে যখন, তখন ভাল করে পাশ হ'য়ে ফিরে এলে দেশেরও উপকার দশেরও উপকার।

গজেন্দ্র। তা বিবেচনা করুন যদি জাতই গেল, তবে আর দেশের দশের উপকারে কি লাভ হবে?

যোগেশ। দেখুন আমার ও সব prejudice নেই—জাত্ জাত্ করে ঘরে বসে থাকলে ত আর উদর পূর্ত্তি হবে না। যাতে উন্নতি হয় সে বিষয়ে আমাদের খুব liberal হওয়া উচিত। মিছে জাতের বাঁধন দিয়ে উন্নতির পথে কাঁটা দেওয়া নিতান্ত মূর্খতা; বুঝে দেখুন—আমরা এই জাত জাত করেই বা কি উন্নতি করচি, আর ইংরাজেরা জাত না মেনেই বা কি উন্নতি করচে? দেশ থেকে দেশান্তরে গেলে যে জাত যায় একথা আমি মানি না। বাকি অখাদ্য ভোজন, তা এখানেই বা কোন না হচ্ছে? দেশ কাল ভেদে সব কাজ করতে হয়। এ ঘোর দুর্দ্দিনেও ত আপনারা চোক খুলবেন না।

গজেন্দ্র। শুনছ হে রায় মশাই? আমাদের যোগেশবাবুও খেপলেন।

নদেরচাঁদ। তা যোগেশবাবু আপনিও কেন বিলাত যান না।

যোগেশ। বয়েস থাকলে যেতুম বৈকি।

[ সতীশের প্রবেশ ]

সতীশ। বাবা আজ mailএ জ্যোতীষের চিঠি এসেছে। সে লিখচে শীঘ্রই বাড়ী ফিরবে। তার Examination শেষ হয়ে গেছে। এখন সে সেখানকার কি St. Thomas Hospital এ Practice ক'চ্চে। বোধ হয় next mailএ রওনা হবে।

যোগেশ। বেশ বাবা শুনে সুখী হ'লেম। আহা কতদিন তাকে দেখি নাই! তুমি বাড়ীর ভেতর সংবাদ দাও, তারা সকলেই বড় উদ্বিগ্ন আছে।

সতীশ। আজ্ঞে যাই। আপনি বেরোবেন না? বেলা অনেক হয়ে গেছে যে। [ প্রস্থান ]

যোগেশ। এই যাই আর কি।

গজেন্দ্র। তা বিবেচনা করুন যোগেশবাবু! ছেলেত আসচে—তার কি উপায় করবেন?

যোগেশ। উপায় আবার কি? ছেলে বাড়ী ফিরে আসচে, এ তো আনন্দের কথা। আপনি কি বলছেন?

গজেন্দ্র। বল্‌চি কি—বিবেচনা করুন,তাকে ত আপনি আর গ্রহণ করতে পারছেন না।

যোগেশ। কেন—গ্রহণ করতে পারব না কেন?—কি দোষ?

গজেন্দ্র। বলেন কি দোষ নয়! যার জাত গিয়েছে তার সঙ্গে কি একত্র বাস করতে আছে?

যোগেশ। বিলক্ষণ আছে—খুব আছে।

গজেন্দ্র। আপনি তা হলে সমাজ মানেন না?

যোগেশ। সমাজ আবার কি? এখনও কি সমাজ আছে?



গজেন্দ্র। তা হ'লে আপনি তাকে গ্রহণ করছেন?

যোগেশ। আলবাৎ—আপনারা ত্যাগ করতে বলেন না কি?

নদেরচাঁদ। দেখুন যোগেশবাবু তা'হলে আমরা সকলে মিলে আপনাকে এক ঘরে করবো।

যোগেশ। তাহলে বেঁচে যাই বাবা, প্রণামী আর যৌতুকের টাকা দিতে দিতে নাজেহাল—আয়ের অর্দ্ধেক কাবার, সে দায় থেকে অব্যাহতি পাই।

গজেন্দ্র। বলেন কি যোগেশ বাবু—আপনি হোলেন কি? আপনি সমাজ মানেন না, ধর্ম্ম-কর্ম্ম মানেন না—এতে যে আপনার ছেলে বিলাত যাবে তার আর আশ্চর্য্য কি?

যোগেশ। বাবা ধর্ম্মও মানি কর্ম্মও মানি, তবে গরিবের প্রতি অত্যাচারের জন্য যত অকাল কুষ্মাণ্ডের গড়া যে সমাজ—সেটাকে মানি না বটে।

গজেন্দ্র। বটে আপনি আমাদের গালাগাল দিচ্চেন—চল হে রায় মশাই এর একটা বিহিত করতে হবে।

যোগেশ। হাঁ হাঁ তাই ভাল, যান—একটা বিহিত টিহিত করুনগে।

নদেরচাঁদ। যোগেশ বাবু ঠাট্টা করবেন না। আপনাকে আমরা এক ঘরে করতে পারি কিনা দেখবেন।

যোগেশ। খুব পারবেন—আপনাদের অসাধ্য কাজই নেই; কিন্তু ঠকতে আপনারাই ঠকবেন।

গজেন্দ্র। রায় মশাই উঠুন—আর এ স্থানে থাকা নয়। আজই সকলকে ডেকে যাতে এর একটা প্রতিকার হয় করতেই হবে।

নদেরচাঁদ। দেখে নেবেন যোগেশ বাবু—দেখে নেবেন। আপনাকে একঘরে করব তবে আমার নাম—নদেরচাঁদ রায়। (উভয়ের প্রস্থান)

যোগেশ। বলি ও ঘোষাল ম'শাই—ও রায় ম'শাই অত গরম হয়ে যাচ্ছেন বটে—কিন্তু শেষে জাল গুড়ুতে হবে। আঃ বেটারা গেল না বাঁচা গেল। উপকারের সঙ্গে খোঁজ নেই, চোকরাঙ্গানী কত। কাজ নেই, কর্ম্ম নেই কিসে পরের অনিষ্ট করব কেবল এই চেষ্টা। পরছিদ্রান্বেষী, পরস্পর সহানুভূতিশূন্য, ঈর্ষাপরায়ণ লোকে আমাদের সমাজটা ভরে গিয়েছে। এই জন্যই আমাদের জাতের এত অধোগতি, হেতুশূন্য স্বার্থপরতায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা বিজাতির নিকট এত লাঞ্ছিত ও অপমানিত; আক্ষেপের বিষয় তবুও আমরা সতর্ক হই না—জেনে শুনেও স্বীয় দোষ ক্ষালনে চেষ্টা করি না।

( প্রস্থান )

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

অবলা কলেজ।

স্নেহলতা, আশালতা, কনকলতা, বিদ্যুৎলতা ও কেশবলাল

( ছাত্রীগণের গীত। )

আহা বেঁচেছি—বেঁচেছি
শিবগড়া, কাদাঘাঁটা, সে দায় থেকে এড়িয়েছি।
এখন কলেজ্ গিয়ে নলেজ্ পেয়ে
আইডলেটারী ছেড়েছি।



খ



রামায়ণ, মহাভারত,
ছি ছি আর পড়ব না,
ও সব কবির কল্পনা,
লঙ্কাকাণ্ড কীচকবধ কেউ কি তা দেখেছে ?
বাল্মিকি চুলোয় যাক্,
বেদব্যাস মাথায় থাক্,
পুরাণ গুলো ছিঁড়ে সব উনুনেতে দিয়েছি।
( এখন ) পড়ি সবাই হ্যামলেট্
ম্যাক্‌বেথ্ এ্যাণ্ড রোমিও জুলিয়েট্—
জন্‌সন্, এ্যাডিসন্,
থ্যাকারে কিম্বা মিল্টন্,
পড়ে আমরা নূতন লাইফ্ পেয়েছি,
পায়ের আলতা মুছে ফেলে মোজা বুট্ এঁটেছি।

কেশব। অয়ি বালিকাবৃন্দে ! আজ তোমাদের এত বিলম্ব হল কেন ?

স্নেহ। পণ্ডিত মশাই আজ বড় মজা হয়েছে। আমাদের পাশের বাটীর সেই যুবক যিনি বিলাত গিয়াছিলেন তিনি আজ ফিরে এসেছেন। আমার পিতা ও আমার ভগ্নীগণের পিতা সেই যুবককে লয়ে বড় গোলযোগ বাধিয়েছেন। সর্ব্ববাদি-সম্মতি-ক্রমে তাঁকে একঘরে করবার জন্য আমাদের বাড়ী একটা মিটিং হয়েছিল। সমাজে যাতে তাঁকে না গ্রহণ করা হয় সেই জন্য মহা আয়োজন চলছে। আমরা এতক্ষণ সেই মজাই দেখছিলাম।

আশা। আচ্ছা পণ্ডিত ম'শাই বিলাত যাওয়া কি আমাদের শাস্ত্রনিষিদ্ধ ?

কনক। হাঁ পণ্ডিত ম'শাই! শাস্ত্র মানে কি ?

কেশব। আহাহা বুঝলে না শাসতি ইতি শাস্ত্র। শাস ধাতুর উপর ত্র্যল্ প্রত্যয়। অর্থাৎ মধ্যপদলোপী সমাস। যে শাসন করে তাকেই শাস্ত্র বলে।

বিদ্যুৎ। পণ্ডিত ম'শাই ইংরাজ ত আমাদের শাসন করে।

কেশব। হাঁ হাঁ ঐ ইংরাজই হ'ল শাস্ত্র। এই ভারতবর্ষের শাস্ত্র হ'ল গভর্ণর জেনারেল—ইহাকে উপনিষদে উপশাস্ত্র বলে—আর প্রধান শাস্ত্র হ'ল ইংলণ্ডেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ড।

স্নেহ। তবে পণ্ডিত ম'শাই আমাদের দেশে বিলাত গেলে জাত যায় বলে কেন ?

কেশব। ও সব মূর্খের উক্তি—বড় বড় বৈয়াকরণের মতে বিলাত যাওয়ায় মহাপূণ্য। তোমাদের পিতারা বোধ হয় ব্যাকরণ পড়েন নাই। তোমরা বাড়ী যাইয়া তাঁহাদের ব্যাকরণ শিক্ষা দাও গে, সব গোল মিটে যাবে।

কনক। পণ্ডিত ম'শাই আজ সকালবেলা আমি সংস্কৃত পড়তে পড়তে একটী শ্লোকের মানে বুঝতে পারি নাই।

কেশব। আজ আমার শরীরটা কিছু অসুস্থ আছে—কাল সব মানে বুঝিয়ে দেব।

স্নেহ। আহা পণ্ডিত মশায়ের বয়স হয়েছে কি না।

কেশব। না না বালিকে! আমার তেমন বয়স হয় নাই—বৃদ্ধ হই নাই। তবে এই যে শুভ্র কেশ দেখিতেছ—ইহার কারণ অতিরিক্ত ব্যাকরণ অধ্যয়ন। ব্যাকরণ পাঠ করে আমার কেশের অন্ধকার দূর হ'য়ে, এখন আলোক প্রাপ্ত হ'য়েছে—তাই শুভ্র দেখাচ্ছে।

স্নেহ। পণ্ডিত ম'শাই আজ কাল ত' অনেক রকম Hair dye উঠেছে—তাই একটা ব্যবহার করুন না কেন? বলেন ত আপনার জন্য একটা আনিয়ে দি। সাদা চুল আমরা দেখতে পারি না।

কেশব। তা তোমাদের ন্যায় সুশীলা বালিকার অনুরোধে আমি সবই করতে প্রস্তুত। এই দেখনা পূর্ব্বে আমি তাম্বুল চর্ব্বণ করতেম না। কিন্তু তোমরা যখন প্রীতিভরে আমায় তাম্বুল এনে দাও আমি অতি সুখেই তা চর্ব্বণ করি।

স্নেহ। পণ্ডিত ম'শাই আজ আমি স্বহস্তে তাম্বুলবিহার দিয়ে আপনার জন্য পান প্রস্তুত ক'রে এনেছি।

কনক। পণ্ডিত ম'শাই আজ আমি আপনার জন্য ভাল নস্য এনেছি।

বিদ্যুৎ। পণ্ডিত ম'শাই আমি আপনার জন্য একটী পশমের টুপী তৈ'রী ক'রে এনেছি। শীতকালে বাড়ী যাওয়া আসার সময় আপনার মাথায় বড় ঠাণ্ডা লাগে, আপনি এইটী মাথায় দিয়ে কলেজ আসবেন।

আশা। পণ্ডিত ম'শাই আমি বাবার বাস্ক হ'তে আপনার জন্য ভাল সিগারেট্‌ এনেছি—আমরা থাকতে আপনাকে আর তামাক সেজে খেতে হবে না।

কেশব। আহা! তোমরা আমার উপযুক্তা ছাত্রী। তোমরা অতি সুশীলা, সচ্চরিত্রা, বিদ্যাবতী, বুদ্ধিমতী, প্রেমবতী; তোমাদের উপহার আমি সাদরে গ্রহণ ক'রব।

স্নেহ। তবে আমার এই পান খান (হস্তে তাম্বুল প্রদান)

কেশব। আহা স্নেহলতা—তোমার হস্তলতা ও দেহলতা অতি সুকোমল, তুমি অতি শীঘ্র ব্যাকরণে অভিজ্ঞতা লাভ করিবে। পাণিনি বলেন—

যে স্ত্রীলোকের দেহ সুকোমল, তার ব্যাকরণে অসাধারণ পাণ্ডিত্য জন্মিয়া থাকে।

কনক। আচ্ছা পণ্ডিত ম'শাই আপনি স্নেহলতাকেই ভালবাসেন, আমাদের দেহ বুঝি কঠিন হ'লো ?

কেশব। না না আমি সকলের কথাই বলছি, আহা তোমাদের দেহ-লতাও অতি কোমল—অতি কোমল—বটতলার মুড়া মাখনের চেয়েও কোমল। দাও বালিকাবৃন্দে, তোমাদের উপহার আমায় দাও, আমি সাদরে তাহা গ্রহণ কচ্চি।

( বিদ্যুৎলতা কর্ত্তৃক টুপী পরাইয়া দেওন )

বিদ্যুৎ। পণ্ডিত ম'শাই আপনাকে বেশ মানিয়েছে।

কেশব। তা মানাবে বৈ কি! বিদ্যুৎলতার কোমল হস্তনির্ম্মিত শির-তাজ পরলে বনের বানরকেও রাজপুত্রের মত দেখায়।

কনক। আমি আপনার নাকে নস্য দিয়ে দেব।

কেশব। দেখো বালিকে! নাসিকা-মধ্যে যেন অধিক নস্য প্রবেশ করাইয়া দিও না।

কনক। না পণ্ডিত ম'শাই ( নস্য দান )

আশা। আমি সিগারেট্ ধরিয়ে দিচ্ছি—আপনি টানুন।

কেশব। না গো—এখনি ক্লাসের মধ্যে Principal এসে পড়বে।

আশা। আমরা দেখছি পণ্ডিত মশাই—এলেই আপনাকে সাবধান করে দেব। আপনি টানুন না।

কেশব। যখন সকলে বলছ—তখন টানি ( সিগারেট্ টানন্ ও ঘন ঘন কাশী এবং সকলের হাস্য )



স্নেহ। পণ্ডিত ম'শাই শীঘ্র পালান শীঘ্র পালান—Principal এদিকে আসচেন।

কেশব। এঁ্যা—এঁ্যা—( কাশী ও ত্র্যস্তভাবে প্রস্থান )

( মিসেস্ সেনের প্রবেশ )

মিঃ সেন। কৈ তোমাদের ক্লাসে এখন কেউ নেই ?

আশা। আজ্ঞা—পণ্ডিত মহাশয়ের শরীর কিছু অসুস্থ, তাই এই মাত্র তিনি আমাদের পড়া দিয়ে বিশ্রাম-ঘরে গেছেন।

মিঃ সেন। আজ তোমরা সকাল সকাল বাড়ী যাও। বৈকাল বেলা এখানে একটা মিটিং হবে তাতে সকলেরই উপস্থিতি দরকার। স্নেহলতা তুমি সকলকে সঙ্গে আনবে। ( প্রস্থান )

স্নেহ। ভাগ্যিস্ পণ্ডিত মশাইকে সাবধান করে দিয়েছিলেম।

( ছাত্রীগণের গীত। )

বড় মজা কলেজ আসা
নাইকো কোন গোল,
পড়া শোনা হোক বা না হোক—
শিখছি নূতন ভোল।
চাল্ চলন্ ফিট্ ফাট্,
বেড়াতে যাই গড়ের মাঠ,
গাড়ী ঘোড়া চড়ি নাকো—
চড়ি কেবল বাইসিকেল্।

সকলের প্রস্থান।

## তৃতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুরস্থ—কক্ষ

গজেন্দ্র ও মানদা।

গজেন্দ্র। মেয়েটার জন্য এত জায়গা থেকে সম্বন্ধ আনলুম, মেয়ের আমার তার কোনটাই পছন্দ হল না। এদিকে ক্রমশঃ বয়স্থাও হয়ে পড়ছে—আর ত' রাখা চলে না!

মানদা। তুমি কেমন ধারা পুরুষ কে জানে! মেয়ের পছন্দ হয় না বলে কি হাল ছেড়েদে চুপ করে বসে থাকবে? আমার ত' ভাবনায় ঘুম হয় না।

গজেন্দ্র। বলি গিন্নি! আমি কি আর নেহাত চুপ করে বসে আছি—এই দেখ না এক হাঙ্গামায় পড়া গেছে।

মানদা। হাঙ্গামা আবার কিসের?

গজেন্দ্র। তা জান না, আমাদের ব্রাহ্মণ-সমাজে যে মহা হুলস্থূল। যা কখনও হয়নি—আমাদের যোগেশ বাবু তাই কল্লেন।

মানদা। তা বাপু আপন ছেলেকে কে ত্যাগ করতে পারে?

গজেন্দ্র। ত্যাগ করতে না পারেন একঘরে হয়ে থাকবেন। রায় মশাই, চক্রবর্ত্তী মশাই থেকে যাতে এর একটা বিশেষ ব্যবস্থা হয়—এখন তারই চেষ্টা করা যাচ্ছে।

মানদা। বলি হাঁ গা আমরা ত' এখানে ভাড়া করে আছি—আমাদের ও সব ঘোঁটে দরকার কি? আমরা চিরকাল ত' আর এখানে বাস কচ্ছি না।

গজেন্দ্র। গিন্নি তুমি জান না—আমি এখানে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি

হয়ে পড়েছি। দশজনে আমায় সমাজপতি বলে মানে, আমি যদি এসব না দেখব তবে দেখবে কে?

মানদা। বলি খুঁড়িয়ে বড় হ'লে ত' আর হবে না। আমার ত' সব জানা আছে। ঐ যোগেশ বাবু আর করালী বাবুর অনুগ্রহেই ত' আমাদের এখানে স্থিতি হ'ল।

গজেন্দ্র। কেন যখন আমি হিন্দু একাডেমীতে পড়াতুম তখন আমায় কে না চিনত?

মানদা। বলে—গাচ নেইকো যথায়

ভ্যারেণ্ডা বৃক্ষ তথায়।

ছিলে ঢুলীপাড়ায়, তারা তোমাকে মাতব্বর ঠাওরাবে না কেন?

গজেন্দ্র। তুমি মেয়ে মানুষ তাই ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিচ্চো। বুঝে দেখনা আমি ঐ স্কুলটা ছাড়তে স্কুল উঠে গেল। তার পর কতবার হেয়ার স্কুলে হেডমাষ্টারী করবার জন্য আমায় সাধাসাধি। আমি গট্ হয়ে বসে রইলুম। এখন স্বাধীন ভাবে একা একটা স্কুলও চালাচ্চি, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসাও করছি। অল্পদিনের মধ্যে দেখতে পাবে এ অঞ্চলে যত Government স্কুল আছে সব কাণা করে দেব।

মানদা। বলি এই ত' সবে 'অ' 'আ' 'ক' 'খ' র ছাত্র নিয়ে স্কুল ফেঁদেছ, এর মধ্যে অত লাফালাফী কেন?

গজেন্দ্র। আহা তুমি আমার Brain এর intelligence বুঝলে না। এই যে আমি একা একদিকে দাঁড়ী হাতে ঘিএর ওজন দেখছি, অন্যদিকে সব ছেলেদের পড়া বুঝিয়ে দিচ্ছি, এ কত বড় Brain-power বল দেখি। আমি গালাগাল দিয়ে বলতে পারি—কোন্ বেটা স্কুল মাষ্টার আছে আমার মত এক সঙ্গে এত বড় দুটো কাজ করবে করুক দেখি।

মানদা। ঐ এক সঙ্গে দু' কাজ কর বলেই ত' কোন উন্নতি নেই। আমি বলি কি,—এখন ছেলে পড়ান কাজটা উঠিয়ে দিয়ে যাতে দোকান খানা ভাল রকম চলে সে বিষয়ে একটু নজর দাও।

গজেন্দ্র। তুমি বল কি? আমি Competiton দিয়ে স্কুল খুলেছি, তুমি বল কি না তুলে দাও? আমি ঐ খানে College প্রতিষ্ঠা করব, তবে আমার নাম গজেন্দ্র মাষ্টার। আর সমাজ নিয়েও এদিকে যেরূপ মাতা গেছে, শীঘ্র একটা হুলস্থুল কাণ্ড করি দেখ না। সংবাদ পত্রেও তুমুল আন্দোলন হবে।

মানদা। বলি সমাজ নিয়ে ত' খুব ঘোঁট করছ—এ দিকে ঘরের কীর্ত্তি ঢাকবে কিসে? আঠার বছরের আইবুড়ো মেয়ে বাড়ীতে যার, তার আবার সমাজ নিয়ে ঘোঁট কেন? ও সব ছেড়ে দিয়ে যাতে মেয়েটির কিনারা হয় আগে তাই কর। নইলে দশজনে আমাদেরই যে একঘরে করবে।

গজেন্দ্র। গিন্নি! সে জন্য তোমায় কিছু ভাবতে হবে না। খালি দেখে যাও কি তুমুল কাণ্ডটা করে যাই। তুমি কি ভাব আমি মেয়ের বিষয় কিছু ভাবি না—খুব ভাবি। একটা সম্বন্ধও ঠিক করেছি। এই মাসে যাতে শুভ কর্ম্মটা সম্পন্ন হয় তারও চেষ্টায় আছি।

মানদা। এই যে স্নেহলতা আমার এদিকে আসছে।

( স্নেহলতার প্রবেশ )

এস মা এস। আজ মুখখানি তোমার শুকনো দেখছি কেন?

স্নেহ। আজ আমাদের পণ্ডিত ম'শায়ের অসুখ হওয়ায় আমাদের সকাল সকাল ছুটী হয়। আমরা তাই এতক্ষণ টেনিস্ খেলছিলাম। ছুটো-ছুটী করে একটু পরিশ্রম হয়েছে কি না—তাই মুখ শুকিয়ে গেছে। টিফিনের সময় জলখাবারওলা বেটাও আসেনি।

ভগ্ন।

মানদা। দেখ মা তোমায় আমি একটা কথা বলি। তুমি হ'লে গেরস্ত ঘরের মেয়ে—ক্রমে বড় হচ্চ, আর তোমার এখন রাস্তায় বেরোন ভাল দেখায় না। তাই বলছিলাম কি—যা পড়বার এখন থেকে তা বাড়ীতে বসেই পড় না কেন?

স্নেহ। কেন বয়েস হয়েছে বলে কি বেরুতে পাব না? এ তোমাদের অন্যায় অত্যাচার। আমাদের College এ একটা Cycle Club হয়েছে। আর আর মেয়েরা বেশ Cycle চড়তে শিখেছে—আমিই কেবল শিখতে পারিনি। পণ্ডিত মশাই তাই আমায় কাল্ থেকে যেতে বলেছেন। সুতরাং আমায় ত, এখন প্রত্যহই বৈকাল বেলা বেরুতে হবে। বাবা! আমায় একখানা Cycle কিনে দিতে হবে।

গজেন্দ্র। ছি মা মেয়েমানুষের কি Cycle চড়তে আছে?

স্নেহ। কেন চড়তে থাকবে না? আমাদের Principal Mrs Sain ত' রোজ Cycle করে College আসেন। আর কত মেয়ে Cycle চ'ড়ে, রোজ গড়ের মাঠে বেড়াতে যায়।

গজেন্দ্র। তারা হ'ল খ্রীষ্টান—তাদের চড়তে আছে। আমরা হ'লেম হিন্দু—আমাদের মেয়েদের কি বড় হ'লে রাস্তায় বেরোতে আছে?

স্নেহ। তোমার ঐ কেমন একটা foolishness তা আজও গেল না। হিন্দুর মেয়েদের আর কিছুই করতে নেই, কেবল ঘরে বসে রাঁধতে আছে—আর দোরে গোবর ছড়া দিতে আছে। আমি ও সব কিছুই মানি না। আমায় Cycle কিনে দেবেন কি না বলুন?

গজেন্দ্র। আমার অবস্থা ত দেখছ,—কোথায় পাব মা? এই তোমায় স্কুলে দিয়ে অবধি যা পুঁজি ছিল—সব গিয়েছে। ক্রমে তোমার মার গহনাগুলিও বাঁধা পড়েছে। আজ টেনিসের ব্যাট, কাল ফুটবলের

চাঁদা, পরশু হারমোনিয়াম—এই সব ফরমাজে আমি দেন্‌দার হয়ে পড়েছি। আর এখন টাকা কোথায় পাব বল ?

স্নেহ্। কেন দোকানখানা বেচে ফেল না। অসভ্যের মত দোকানে বসে জিনিষ বিক্রি করা দেখলে আমার হাড় শুদ্ধ জ্বালা করে। আর যদি না দিতে পার স্পষ্ট বল, আমি Ladies Emancipation Hall এ নাম লেখাই। তা হ'লে আর বাড়ীতেও আসছি না।

গজেন্দ্র। না মা তোমায় Emancipation Hallএ আর নাম লেখাতে হবে না আমি কালই সব বেচে তোমায় Cycle কিনে দেব। এখন যাও মা মুখ হাত পা ধুয়ে জলটল খাওগে। আজ আর কোথাও যেও না—বাড়ীতেই থেক, তোমায় আজ দেখতে আসবে।

স্নেহ। আজ বৈকালে আমার engagement আছে। আমাদের College এ একটা মিটিং হবে, আমাকে সেথায় attend করতে হবে। আমি আজ বিকালে কিছুতেই বাড়ী থাকতে পারব না।

গজেন্দ্র। তা মা একান্তই যদি থাকতে না পার সকাল সকাল বাড়ী ফিরো।

স্নেহ। Of course I shall try. ( প্রস্থান )

মানদা। দেখলে গা মেয়ের দৌড় দেখলে। আমার ত কথা শুনে পেটের ভেতর হাত পা সেঁধিয়ে গেছে।

গজেন্দ্র। গিন্নি ! এখন আর কিছু গোল করো না—এখনি মা আমার বেঁকে দাঁড়াবেন। আগে ঐ বাঁড়ুয়্যেদের একঘরে করে ফেলি—তার পর তুমি যা হয় ক'রো।

মানদা। যাই এখন মেয়েটাকে জলখাবার দিই গে।

গজেন্দ্র। হাঁ হাঁ যাও যাও আমিও একবার করালী বাবুর বাড়ী যাই।

( উভয়ের প্রস্থান )

## চতুর্থ দৃশ্য।

ইডেন্ গার্ডেনের সম্মুখ।

পতাকা হস্তে স্নেহলতা, বিদ্যুৎলতা, কনকলতা, আশালতা
মিষ্টার সেন্, মিষ্ট্রেস সেন্ ও অবলা কলেজের
অন্যান্য ছাত্রীগণ।

( ছাত্রীগণের গীত। )

নূতন মজা উড়িয়ে ধ্বজা প্রচার করি ইম্যানসিপেসন্—
কোথায় গো সব বঙ্গ নারী কর এসে যোগদান,
আমরা সবাই দেশহিতৈষিণী,
বঙ্গমাতার দুঃখনাশিনী,
পরের দুঃখ দেখতে নারি, দোব সবায় স্যালভেসন্
এইস্ত্রী, বিধবা, কি কুমারী,
স্বামী-প্রেমে বঞ্চিতা আছ যত নারী,
কারো নাইকো ভয়, করোনা সংশয় হিঁদুয়ানী ড্যাম্নেসন্
পাবে যত্ন যত—রত্ন তত, এ এক নূতনতর ফ্যাসন্।

সেন্। তোমরা এইখানে সারবন্দী হয়ে দাঁড়াও। তাইত এখনও মিষ্টার বনার্জি এলো না কেন?

( জ্যোতিষের প্রবেশ )

এই যে মিঃ বনার্জি। Good evening তোমার জন্যই আমরা অপেক্ষা করছি।

জ্যোতিষ। Good evening Mr. Sain. বলি ব্যাপার খানা কি? তোমায় যে দেখতেই পাওয়া যায় না।

সেন্। তুমি লণ্ডন থেকে ফিরে এসেছ তা খবর পেয়েছি। ক'দিন বড় ব্যস্ত ছিলাম তাই দেখা কর্‌তে যেতে পারি নাই্।

জ্যোতিষ। বলি এ সব কি?

সেন। ক্রমে শুনবে—ক্রমে শুনবে। দাঁড়াও আগে আমার wife কে তোমার সঙ্গে Introduce করে দি ( পত্নীর হস্ত ধারণ করিয়া ) ইনি হচ্ছেন আমার wife, ইনি একজন Educated Lady. Calcutta Universityর Graduate. সম্প্রতি অবলা কলেজের Principal হয়েছেন। ( পত্নীকে মিঃ বনার্জির প্রতি দেখাইয়া ) ইনি আমার একজন Particular friend বিলাতফেরৎ ডাক্তার। Shake hand কর Shake hand কর ( উভয়ের করমর্দ্দন )

জ্যোতিষ। শুনে খুব সুখী হ'লেম। আর এগুলি সব কারা?

সেন্। এরা হচ্ছে emancipated girls. আজ অবলা College এ একটা grand meeting ছিল। অবলা কলেজের সঙ্গে আজ একটা নূতন Hall খোলা গেছে, নাম—Female Emancipation Hall. আমাদের দেশে যত স্বামী-প্রপীড়িতা স্ত্রীলোক আছে আর যে সমস্ত যুবতী-বালিকা তাঁদের পিতামাতা কর্ত্তৃক ill-treated হয়ে থাকে, তাদের জন্য এই Hall খোলা হয়েছে। যারা এই Society তে নাম লেখাবে, তাদের খাবার পরবার কোন খরচ লাগবে না; তারা স্বচ্ছন্দে এইখানে থাকবে—আর লেখা পড়া শিখবে।

জ্যোতিষ। বলি এ গুলি সব বালিকা না কি?

সেন্। হাঁ যখন এখনও মিস্ আছে—তখন বালিকা বলতে হবে বৈকি?

মিঃ সেন্। কেন? বালিকা বলায় আপত্যটা কি? ইংলণ্ডে চব্বিশ পঁচিশ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোকদিগকে বালিকা বলা যায়, আর আমাদের দেশে আঠার উনিশ বৎসরের মেয়েদের কি বালিকা বলা যেতে পারে না?

জ্যোতিষ। না আপত্য কিছুই নয়। তবে কি জানেন, আমাদের দেশের জল হাওয়ার দোষে এদের বালিকা বলতে কেমন বাধ বাধ ঠেকে। তা যাই হোক মিষ্টার সেন্, excuse me, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

সেন। স্বচ্ছন্দে—স্বচ্ছন্দে।

জ্যোতিষ। বলি এঁরা ভদ্রঘরের কন্যা ত?

সেন্। নিছাঁক কুলীন—নিছাঁক কুলীন। সমাজে তোমাকে নিয়ে যাঁরা ঘোঁট পাকাচ্চেন—এরা সব তাঁদেরই কন্যা। (স্নেহলতাকে দেখাইয়া) এটী হ'চ্চে তোমাদের সমাজপতি গজেন্দ্র বাবুর কন্যা। (বিদ্যুৎলতাকে দেখাইয়া) এটী হচ্ছে মটুক বাবুর কন্যা। (কনক লতাকে দেখাইয়া) এটী হ'চ্ছে যাদব বাবুর কন্যা। (আশালতাকে দেখাইয়া) আর এটী হ'চ্ছে তোমাদের পরম ধার্ম্মিক করালী বাবুর কন্যা। এখন বুঝেছ বাঁড়ুয্যে, এঁদের পিতারাই হচ্ছেন তোমাদের পাড়ার সমাজপতি।

জ্যোতিষ। তা হয়েছে বেশ—ওদিকে আমার পাড়ার ধনুর্দ্ধরেরা যেমন সমাজ নিয়ে মেতেছেন, তাঁদের কন্যাগুলিও তেমনি উপযুক্ত হয়েছে। যা হোক মিষ্টার সেন্ খুব মাতিয়ে তুলেছ।

সেন। এই সবে মাত্র পত্তন হ'চ্ছে—এখনও মাতাবার ঢের বাকী আছে।

জ্যোতিষ। তা এ হুজুগ মন্দ নয়।

সেন। জান ত ভাই, হুজুগ না হ'লে আমি থাক্‌তে পারি না। যখন

ইংলণ্ডে ছিলাম তখনও একটা হুজুগ নিয়ে ছিলাম। সেখানে Hinduism এর চূড়ান্ত করে আসা গেছে। এখন এখানে ফিরে এসে একটা কাজত চাই। আরও এর মধ্যে অনেক মানে আছে— তোমায় Privately বলব। তা যাই হোক ভাই তোমার পাড়ার লোকেদের বলিহারী। যত নিষ্কর্ম্মা মূর্খ একত্র হয়ে হয়েছেন কিনা —সমাজপতি। তাঁদের ঘরের ব্যাপার দেখে কে—পরকে নিয়ে ব্যস্ত। তুমি ওবেটাদের কথা কানেও তুল'না ; ওরা সব আমার মুটোর ভেতর।

জ্যাতিষ। সেন্ তুমি কি পাগল হয়েছ ? Damn do I care those illiterate fools. তবে কি জান, একবার দৌড়টা দেখছি। তা যখন মেয়েরা সব ধ্বজা তুলেছেন—তখন আর গোঁড়ামী বেশী দিন টেঁকছে না। জাল আপনাদেরই গুড়ুতে হবে।

সেন। আরও মজা আছে হে সবুর কর। তুমি যখন এখানে ছিলে না, মটুক পাগলা আর তার গুণধরী wife এর সঙ্গে একদিন খুব Civil War বাধে। শেষে তার স্ত্রী এসে আমার হাতে ধরে কান্না—বল্লে কিনা "আমায় Divorce Suit এনে দিতে হবে। আর আমি স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে পারি না"। তুমি ত জান মটুক বাবুর শ্বশুরবাড়ী আমাদের বাড়ীর পেছনে, কাজেই পাড়ার মেয়ে এসে ধরলে, কি করি অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে শেষ পাগলাকে জব্দ করবার জন্য একটা চাল্ চালা গেল—একখানা false suit বার করে দেওয়া গেল। এই না পেয়ে মটুক পাগলা গজেন্দ্র মাষ্টার আর করালী বাবুকে সঙ্গে এনে আমার কাছে কান্না। তখন খুব এক হাত নিয়ে শেষ মিটিয়ে দিলাম। সেই অবধি সব শালা আমার কাছে জব্দ। এই দেখনা সকলে ভোল তুলছে তোমার বাড়ী খাবে না। কিন্তু

আমার সেই চৌরঙ্গীর বাড়ীতে ওরা কতদিন এসে যে fowl curry খেয়ে গেছে তার ঠিকানা নেই। সব বেটাদের ভণ্ডামী। Next Saturday আমার বাড়ীতে একটা Evening Party আছে—দেখতে পাবে সব বেটারা আসবে। তোমার সামনে একেবারে plate এ মুখে ধরিয়ে দোব।

জ্যোতিষ। বলি আমি কি আর জানি না? যাতে বাস্তবিক পরস্পরের কল্যাণ হয়, দেশের উন্নতি হয় সে সব কাজে কেউ নেই; ঘোঁট পাকাতে সবাই মজবুত। যাহারা ঈর্ষা-বশে গৃহবিচ্ছেদে ও স্বজাতির-অনিষ্ট চেষ্টায় কৃতসঙ্কল্প, তাদের দ্বারা দেশের কোন উন্নতির আশা করাই বিড়ম্বনা মাত্র। হায়! কবে এরা প্রকৃত মানুষ হতে চেষ্টা করবে, ঈর্ষা দ্বেষ ভুলে পরস্পর সৌহৃদ্য-সূত্রে আবদ্ধ হয়ে দেশের এই ঘোর দুর্দ্দিন দূর করবে, তা বিধাতাই জানেন।

সেন। সে অনেক দূরের কথা বাঁড়ুয্যে। দ্বেষ হিংসা যাদের অঙ্গের আভরণ, স্বজাতির অনিষ্টচেষ্টা, যাদের মূলমন্ত্র; উপদেশে, অপমানে, লাঞ্ছনায় এমন কি—বৈদেশিকের নির্ম্মম নিষ্পেষণে ও স্বদেশ-জননীর করুণ—ক্রন্দনেও যাহাদের চৈতন্যোদয় হল না, তাদের মত্ পরিবর্ত্তিত হওয়া কি সম্ভব? আমিও যখন first ইংলণ্ড থেকে আসি, তখন মনে করেছিলাম এদের নিয়ে একবার দেশের জন্য লাগবো—ভ্রম বুঝিয়ে দিয়ে পরস্পরের মধ্যে একতা স্থাপন করে মায়ের মুখ উজ্জ্বল করবো কিন্তু আমাদের দেশের লোকের আচরণ দেখে ওকাজে একেবারে ইস্তফা দিতে হয়েছে। যাতে আমার সৎসঙ্কল্প বিকাশ পেতে না পারে, যাতে আমার চেষ্টা ব্যর্থ হয়, সমাজে যাতে আমি প্রতি পদে পদে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হই, যাতে আমি একজন ঘৃণ্য অপরাধীর মত ওদের

দোরে দোরে ঘুরে বেড়াই, তার জন্য কত বেটা যে কত চেষ্টা করেছিল তা আর তোমায় কি বলবো। এখন ঈশ্বরানুগ্রহে যাহা হউক দু পয়সা উপার্জ্জন করছি—একটু মানুষের মত হতে পেরেচি, সুতরাং আবার সবাই আমার দ্বারস্থ। টাকা বড় সরেস চিজ্ হে; আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সব ঐ টাকাতেই বশ, টাকায় না হয় দুনিয়ায় এমন কাজই নেই। নইলে দেখনা কেন টোলের পণ্ডিত গুলো এসে আমায় ব্যবস্থাপত্র দিয়ে গেলেন, বললেন কি না—"একটা সামান্য রকমের প্রায়শ্চিত্ত করে একদিন ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে দিলেই আপনি জাতে উঠবেন"। আমি তাতে বড় একটা গা করলুম না। শেষে সব ফস্কে যায় দেখে তারা নিজেরাই আমার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে কালীঘাটে গিয়ে খেয়ে এলেন,—তাতে তাদের জাত গেল না। এইত তোমাদের সমাজ, আর এই রকম তার ব্যবস্থা।

জ্যোতিষ। দিন দিন আমাদের সমাজ-মধ্যে ভণ্ডের সংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি হচ্চে, এবং আত্মসম্মান বজায় রাখবার অছিলায় সেই ভণ্ডপতিগণ যে ভাবে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য চেষ্টিত হয়েছেন, তাতে সমগ্র জাতিটা যে অচিরে ধ্বংসমুখে পতিত হবে তার আর বিচিত্র কি। যাক্ ওসব কথা। এখন Mr. Sain কি বাড়ী যাচ্ছ—না এই ধ্বজাধারিণীদের নিয়ে ভারত উদ্ধার করবে?

সেন। ক্রমে ক্রমে এরা আপনারাই ভারত উদ্ধার করবে, আমি পথ দেখিয়ে দিলাম মাত্র। তা বাড়ুয্যে কি এখন চল্লে? Good night কিন্তু মনে থাকে যেন Next Saturdayর Evening Partyতে without fail join করতে হবে। তোমার বাটীতে আমি অবশ্য Card পাঠিয়ে দেবো।

জ্যোতিষ। Good night আমিও promise করে যাচ্ছি যে নিশ্চয়ই সেদিনকার partyতে attend করবো। Good night Mrs. Sain Good night all ( প্রস্থান )।

মিঃ সেন্। তোমার friendটী তো বেশ রসিক লোক।

সেন। আমিও বড় কম নই। এখন চল গাইতে গাইতে Governor General এর বাড়ী প্রদক্ষিণ করে সব বাড়ী বাড়ী যাওয়া যাক্। সহর জুড়ে agitation তোলা যাক।

( ছাত্রীগণের গীত। )

সারি, সারি, সারি, বাড়ী, বাড়ী, বাড়ী,
চল যাই দেশ মাতাই ;
'লেডিজ্ ইম্যান্সিপেসন্', 'লেডিজ্ ইম্যান্সিপেসন্,'
জয়নাদে ভুবন ভাসাই
হলো বঙ্গের দুখ-নিশি অবসান্
সুখ-রবি পশ্চিমেতে ঐ বুঝি উদিল,
জাগিল সন্তান যত সরম ত্যজিল,
আর নাই ঘুমঘোর (এখন) পদভরে মেদিনী কাঁপাই।

( নামাবলীর কোট প্যাণ্ট পরিয়া হোটেলওয়ালা ও হোটেলওয়ালীর গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ। )

( গীত। )

উভয়ে। খুলেছি হিন্দুহোটেল যাবে নাকো কারো জাত,
খানার চোটে করবো এবার যত বাজীমাত্।

হোটেলওয়ালী। হিন্দু মতে গঙ্গা জলে রেঁধেছি আমি বীফ্

হোটেলওয়ালা। মাটন্, পোর্ক, মুর্গির চপ্ দিচ্ছি খুব চিপ্

উভয়ে। যোগাই মোরা ঘরে ঘরে ডাক্তার উকিল কি পণ্ডিত,

হোটেলওয়ালী। যেয়ো না ইংলিস হোটেলে

হোটেলওয়ালা। বারমেড্ এখানেও মেলে

উভয়ে। দোবো যা চাও—বীফ্, ষ্টিক্, রাইশ, কারী,
পোলাও কি ভাত।

সেন। বাঃ বাঃ এরা দেখছি ভোল করেছে মন্দ নয়। সহরময় দেখছি নূতন ভাবের তুফান বেশ জোর চলেছে। (প্রস্থান)।

## পঞ্চম দৃশ্য।

নদের চাঁদের বাটীর অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

মনোরমা ও ঝী।

মনো। বাবা কোথা থেকে এক কেশো রুগীর সঙ্গে বে দিলেন, হতচ্ছাড়া মিনসের হাতে পড়ে হাড় মাস কালী হ'লো। না পেলুম একদিন সখ্ করতে। না পারলেম একদিন সাধ মেটাতে। আমার এই যে full youth এর কদর ও কি বুঝবে? বাড়ীতে এলো ত' অমনি খক্ খক্ করে কাশী। দেখলে হাড় জ্বলে যায়। পোড়ারমুখো মিনসে ত' মরেও না। এর চেয়ে বিধবা হয়ে থাকা ভাল।



ঝী। ছি দিদিবাবু সোয়ামীকে কি ও কথা বলতে আছে? সোয়ামী যতদিন আছে মেয়ে মানুষের ততদিনই ভাল।

মনো। অমন স্বামী থাকায় না থাকায় যে সমান।

ঝী। তা যাই হোক দিদিবাবু, হাতের নোয়া, মাথার সিঁদূর ত' বজায় থাকবে।

মনো। বজায় থেকে লাভ?

ঝী। লাভালাভ জানি না—লোকতঃ বলে তাই জানি।

মনো। লোকতঃ আবার কি? লোক ত, আমার জন্যে ভেবে অস্থির; এই যে সধবা অবস্থায় আমি মনকষ্ট পাচ্চি এ তারা কি দেখতে আসচে? না আমি বিধবা হলে তারা আবার আমার বে দেবে?

ঝী। সে কি দিদিবাবু আপনি বলেন কি?

মনো। থাম্ ন্যাকা মাগী—কিছুই জানেন না। এখন তুই যা দেখি মাষ্টার ম'শাই এখনও কেন এলেন না দেখ দেখি। আর শোন্ আগে ঐ আলমারী থেকে বোতলটা আর গেলাসটা নাবিয়ে দেযা।

(ঝী কর্ত্তৃক বোতল ও গেলাস প্রদান)

ঝী। দিদিবাবু সেদিন আমায় আপনি এই সরবৎ দিয়েছিলেন—বেড়ে মজার সরবৎ। খেলে যে মনে কি আনন্দ হয় তা আর আপনাকে কি বলব!

মনো। তবে সে দিন খেতে চাসনি যে?

ঝী। আমি কি আগে তা জানতুম, লোকে বলে মেয়েমানুষকে বোতলের ওসব খেতে নেই। তা যাদের বরাতে নেই তারাই খাবে না। আমি ত' দিদিবাবু খুব খাব। বলি দিদিবাবু আজ কি একটু দেবেন না। একটু খানি খেলেই দিদি বাবু কেমন হাত পা আপনি কাজে এগিয়ে আসে।

মনো। নে নে এইটুকু খেয়ে শীগ্‌গির যা—দেখিস কোথাও যেন দেরী করিসনি।

ঝী। (মদ্যপান) না দিদিবাবু আমি এই হন্ হন্ করে যাচ্ছি। কি মজার জিনিষ দিদিবাবু! আমি তা হ'লে চল্লুম।

মনো। যা শীগ্‌গির যা দেরী করিসনি।

(ঝীএর গীত।)

সাধ করে কি যাইনা ছেড়ে, যত্ন এমন কোথায় পাব,
বাসন মেজে কাপড় কেচে, সোণার তাগা হাতে দোব।
গতর করব না মাটী, দেহখানি রাখবো পরিপাটী,
গেলে পরে এমন চাকরী আরত না পাব। (প্রস্থান।)

মনো। তাইত' আজ এখনও মাষ্টার ম'শাই এলেন না কেন? মনটা ত কিছুতেই স্থির করতে পাচ্চি না। দেখি Hamlet খানা যদি ভাল লাগে। (কিঞ্চিৎ পাঠান্তে বিরক্ত হইয়া) দূর ছাই পড়তেও আজ তেমন মন যাচ্চে না। কি করি?—একটু খাই (মদ্যপান)।

(গীত।)

মন মানা নাহি মানে,
কে জানে কি হলো কি অনল জ্বলিল প্রাণে;
সারা নিশি হইয়ে বিভোরা,
জেগে থাকি প্রেমে মাতুয়ারা;
কত রজনী পোহা'ল ভানু গেল অস্তাচল,
আমার ধ্রুবতারা না উদিল গগনে।

( নেপথ্যে। ও ঝী—ও ঝী। )

মনো। বাইরে কে ডাকে? মাষ্টার ম'শাইএর মত গলা না— দেখি কে?

( প্রস্থান )

( যদুনাথ ও মনোরমার পুনঃ প্রবেশ )

মনো। আমি আপনার জন্য ভেবে মরি—আপনার কি এই আক্কেল?

যদু। কি করবো বল—পরের চাকরী করতে হয়। কলেজ থেকে বেরোতেই আজ কাল সন্ধ্যা হয়ে যায়; তবে তুমি কিনা আমার নিতান্ত প্রিয়া ছাত্রী—তাই গৃহে পদার্পণ করে কাপড় ছেড়েই চলে আসি।

মনো। আপনি ত আর আমায় ভালবাসেন না—এখন কত নূতন ছাত্রী পেয়েছেন—তাদের নিয়েই ভুলে থাকেন, কাজেই আসতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে বইকি।

যদু। সে কি মনোরমা! তোমায় আমি যেমন ভালবাসি—এমন আর কাকেও না। তুমি যখন স্কুলে যেতে, মনে করে দেখদেখি কেমন তখন আমি তোমায় রোজ বাড়ী পৌছে দিতাম না?

মনো। তা ত, দিতেন—এখন বুঝি স্নেহলতাকে বাড়ী পৌছে দিতে যান।

যদু। না না তোমার জন্য আমি যত interest নিই তেমন আর কারো জন্য নিই না। তোমার মত তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ছাত্রী অতি বিরল। তা যাই হোক—বলি ও বোতলে কিছু আছে না কি?

মনো। আছে বৈ কি এই সন্ধ্যার সময় মনটা কেমন খারাপ হয়েছিল তাই একটু ঢেলে খেয়েছিলাম—আর ঐ ঝীটাকে একটু দিয়েছিলাম। তা মাষ্টার ম'শাই আপনি একটু খাবেন?

যদু। হাঁ আমারও শরীরটা কিছু অসুস্থ— একটু খেলেও হয়। বলি নেশা টেশা হবে না ত'?

মনো। সে কি মাষ্টার ম'শাই আমি কি আপনাকে মাতাল করে দোব।

যদু। ( মদ্যপান করিয়া ) খাসা জিনিস যে মনোরমা—আর একটু দাও। ( মদ্যপান )

মনো। মাষ্টার ম'শাই ! এ বাড়ীতে আর ত আমার থাকতে ইচ্ছা হয় না। আমার husband এর মুখ দেখলে রাগে গাটা গিস্ গিস্ করে। মনে হয় অমনি জুতোর ঠোক্কর মেরে তাড়িয়ে দি। সেটা নিতান্ত fool তাই আবার আমার পায়ে এসে ধরে। তা আপনি কোথায় নিয়ে যাবেন বলছিলেন—সেথায় কেন চলুন না ?

যদু। হাঁ Aristotle বলে গেছেন অমন ধারা diseased husband দের এই রকম wife এর নিকট জুতার ঠোক্করই ঔষধ। Lady Cleopetra বলে ইংলণ্ডে একজন শিক্ষিতা যুবতী ছিলেন তাঁর husband এর শিরঃপীড়া ছিল। Cleopetra প্রত্যহ তাঁর স্বামীকে তিনবার kick করতেন। ক্রমে এক মাস এই রকম treatment এ থেকে তাঁর husband quite cure—একেবারে আরাম। তা যাই হোক মনোরমা তোমার জন্য আমি আমার College এর নিকট একটী নিভৃত মন্দির ঠিক করেছি। সেইখানে নির্জ্জনে দু'জনে বিদ্যাভ্যাস করা যাবে। কিন্তু তোমার husband কে যে আমার ভয় করে।

মনো। আপনি সে জন্য কিছু ভাববেন না—আমার husband একটী সম্পূর্ণ গধা।

যদু। মনোরমা আজ অনেক রাত্র হয়ে গেছে—তবে এখন উঠি।

মনো। শুধু মুখে যাবেন—একটু জল টল খান। ( জলখাবার দান )

যদু। (জলযোগান্তে) শুধু মুখ কি মনোরমা ! বেড়ে রাঙ্গা মুখ হয়েছে—

তার উপর তোমার কথাও রাখা গেল, এখন আসি। এখনি নদের চাঁদ বাবু এসে পড়বেন বুঝতে পাচ্চ না। তা হলে তুমি সেখানে যেতে রাজী ত ?

মনো। পা বাড়িয়ে আছি—আবার রাজী কি ?

( নেপথ্যে কড়াধ্বনি )

যদু। ঐ কড়া নাড়ছে কে ? বোধ হয় বাবু এসেছেন—যা ভাবছিলাম তাই হয়েছে ; এখন যাই কোথা বল ?

মনো। কোন ভয় নেই আপনি ঐ খিড়কীর দোর দিয়ে পালান—আমি যাই দরজাটা খুলে দিয়ে আসি। ( উভয়ের প্রস্থান )

( নদের চাঁদ ও মনোরমার পুনঃ প্রবেশ )

নদের। বলি বাড়ীর ভেতর এত গোলমাল হ'চ্ছিল কিসের গা ?

মনো। এই চোর এসেছিল আর কিসের গোলমাল হবে গা ?

নদের। বল কি ? চোর এসেছিল—গেল কোথা ?

মনো। যাবে আর কোথা—তুমি বাড়ী নেই, ঝী বাড়ী নেই—খিড়কী দিয়ে পালিয়ে গেল। আমি মেয়ে মানুষ কেমন করে ধরে রাখি বল।

নদের। কেন ঝী নেই কেন ?

মনো। ন্যাকা মিন্‌সে জানেন না—ঝী কি রাত্রে বাড়ী থাকে নাকি ?

নদের। তাইত কিছু নিয়ে যাইনি ত।

মনো। আমি জেগে ছিলাম—নইলে আমায় শুদ্ধ নিয়ে যেত।

নদের। তা যাই হোক—তুমি ত আমার আছ—এখন চল দেখি খাবার দেবে।

মনো। বলি খাবার কি আর রেখেছে—চোরে সব খেয়ে গেছে।

নদের। ব্যাটার চোর—ত দেখছি ভারি সন্ধানী—জলখাবারটী শুদ্ধ খেয়ে গেছে, বলি আমার হুঁকো কলকে নিয়ে যাইনি ত।

মনো। না সে ভয় নেই, আর কি হবে—এখন বাজার থেকে কিছু খাবার কিনে এনে খেয়ে শোও গে। ( উভয়ের প্রস্থান )

---

## ষষ্ঠ দৃশ্য।

### বিডন স্কোয়ার।

গোলাপ সুন্দরীর কক্ষ—গোলাপ ও থাক।

গোলাপ। দেখ্ থাকি আজ আমি একাদশী করে আছি—মিনসেরা সব এখনি আসবে—তুই পাঁটাটা আজ রাঁধগে যা।

থাক। তা যাচ্চি। আচ্ছা তোমায় আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—তুমি পাগলা ঠাকুরকে অত ভালবাস কেন? সে কি তোমায় মাসকাবারে কিছু দেয়?

গোলাপ। কি জানিস থাকি—তুই যখন দেশে গেছলি—তখন পাগল ঠাকুর আমার অনেক উপকার করেছিল। আমার বাবু এলে তামাক সেজে দেওয়া, মদটা আসটা নিয়ে আসা, এমন কি সময় অসময়ে ভাত রাঁধা কাপড় কাছাটা পর্য্যন্ত ক'রে দিত। আমি কি তেমনি ন্যাকা মেয়ে মানুষ যে উপকার না পেলে তাকে এমনি ঘরে ঢুকতে দি।

থাক। তা সত্যিই ত আমার একটা অমনধারা লোক হ'লে আমিও তাকে খুব যত্ন করি। নইলে হ'রের মতন?—থ্যাংরা মার থ্যাংরা মার। ঐ তোমার পাগলা ঠাকুর আসছে,যাই আমি রান্না বান্নার জোগাড় দেখি।

গোলাপ। হাঁ তুই যা রাত্রিও অনেক হলো।

( মটুক চাঁদের প্রবেশ )

গোলাপ। এস এস পাগলা ঠাকুর এস—বলি এত রাত্তির হল কেন? আমার বাবুরা সব কোথা?




মটুক। সব আসছে—সব আসছে। এই মদের বোতল টোতল আমায় দিয়ে পাঠিয়ে দিলে—তারা পেছিয়ে আসছে। আজ আমায় অপমান করেছে—অপমান করেছে। আমি গলায় দড়ি দেব।

গোলাপ। ছি ঠাকুর গলায় কি দড়ি দিতে আছে—কে তোমায় অপমান কল্লে?

মটুক। মাগ—মাগ। আমায় লাথি মেরেছে—বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমি তার মুখদর্শন করব না।

গোলাপ। তোমার মাগ তা হ'লে দিগ্‌গজ মেয়ে মানুষ—তুমি বেটাছেলে কিছু করতে পারলে না?

মটুক। সে বেটাছেলের বাবা—তার গায়ে খুব জোর। আমার মত দুটোকে মেরে ফেলতে পারে।

গোলাপ। তাইত বলি পাগলা ঠাকুর! অমন মাগ কি পুষতে আছে। তুমি আমায় মাসে মাসে দশটা করে টাকা দাওনা আমি তোমায় কত যত্ন করবো দেখবে।

মটুক। তাই দোব—আর আমি তার মুখদর্শন করবো না।

গোলাপ। বলি ঠাকুর! প্রায়ই ত শুনতে পাই মাগ তোমায় ঝাঁটা লাথি মারে—আবার ত সুড় সুড় করে তার কাছে যাও।

মটুক। আর যাবনা—আর যাবনা। এগুলো এখন রাখি কোথা?

গোলাপ। ও থাকি এ দিকে একবার আয়ত, আমি আজ আর ও গুলো ছোঁব না—তুই সব আলমারীর ভেতর রেখে দে।

( নেপথ্যে যাই ) ( থাকর প্রবেশ ও বোতল রাখিয়া প্রস্থান )

( যাদব ও গজেন্দ্রের প্রবেশ )

যাদব। বলি কি গো গিন্নি আজ এমন শুকনো শুকনো দেখছি কেন?

গোলাপ। আজ যে আমি একাদশী করেছি।

যাদব। এঁ্যা আমি থাকতে একাদশী—আমার অকল্যাণ!

গজেন্দ্র। বলি যাদব বাবু তোমার গিন্নির নিষ্ঠা টুকু আছে দেখছি যে।

গোলাপ। তা বয়েস ত, হয়েছে। একটু পরকালের ত, কাজ করতে হবে।

যাদব। গিন্নি—তোমার আমার কি পরকাল আছে?

গোলাপ। নাও এখন কথা রাখ, আমি আজ আর বেশী রাত জাগতে পারব না।

যাদব। তা মাংস টাংস গুলো কি রান্না হ্‌লো?

গোলাপ। আমি ত আর একাদশী করে ও গুলো ছোঁব না। তাই থাকি আজ রাধছে।

যাদব। বলি তোমার হাতের রান্না খাবেন বলেই যে এঁরা এসেছেন।

গোলাপ। তা কি করব বল?

যাদব। বেস্!—তবে নাও এখন বোতল টোতল পাড়।

গোলাপ। ও থাকি এ দিকে আর একবার আয় ত। বাবুদের সব বোতল গেলাস পেড়ে দিয়ে যা।

( মাংস লইয়া থাকর প্রবেশ )

থাক। এ মাংস গুলো তবে এইখানে থাক। ( বোতল ও গেলাস প্রদান )

যাদব। মটুক বাবু তা হলে এ গুলোর ব্যবস্থা করুন। মাষ্টার মশাই আপনি মাংস বখরা করুন।

গজেন্দ্র। বলি তোমার গিন্নিরও ত এক বখরা চাই।

গোলাপ। না আপনারা খান আজ আর আমি খাব না।

যাদব। তা কি হয়? "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ"। তুমি না খেলে যে সব ফাঁকা হ'ল। নাও এক ঢোক খেয়ে দু'খানা মাংস চিবোও।

গোলাপ। সে কি গো—আমি একাদশী করেছি যে।

যাদব। আমরাও কি আর একাদশী করিনি। নাও লক্ষ্মী—চাঁদপাণা মুখ করে ঢুক্ করে খেয়ে ফেল ; বলি এত আর আঁষ নয়।

গোলাপ। না বাবু আজ আর আমি খাব না। একটু পুণ্য করছি তাও কি তোমরা আমায় করতে দেবে না ?

যাদব। পুণ্য টুন্য গুলো দিনের বেলায় সেরে রেখো না সোণার চাঁদ! এখন নাও ঢুক করে খেয়ে ফেল দেখি।

গোলাপ। তা দাও আমার গলায় ঢেলে দাও—আমি আর ছোঁব না।

যাদব। দাও ত মটুক বাবু—গলায় ঢেলে দাও ত !

মটুক। (তথা করণ)। এখন আস্থন মাষ্টার ম'শাই একটু নিন্।

যাদব। এই দেখ দেখি বাবা এতক্ষণে আসর জমকাল।

গোলাপ। তবে পাগলা ঠাকুর আপনাকে একখানা গান গাইতে হবে।

মটুক। আমি কি গান জানি।

যাদব। যা জানেন মটক বাবু গেয়ে দিন না—নিন্ নিন্ আর এক পাত্র করে চলুক। (সকলের মদ্যপান)

গজেন্দ্র। তা মটুক বাবু দেরী করছেন কেন ? একখানা গেয়ে দিন।

মটুকের গীত।

ছি ছি কুলবালা তোমার একি অত্যাচার,
আমি তোমার ভয়ে গৃহছাড়ি দুখ পাই অনিবার।
ঝাঁটার চোটে পৃষ্ঠ ফাটে,
তবু ধরি তোমার রাঙা পায়,
আমায় পাগলা ব'লে খেপায় সবাই
সত্যি ত আমি পাগল নই,
পাগল সেজে কাজ বাগিয়ে চলে যাই আপন ঘর।

যাদব। বলি বাঃ বাঃ মটুক বাবুর বেড়ে গলা যে। বলি এ গান খানা শিখলেন কোত্থেকে।

মটুক। আমি নিজে বেঁধেছি—নিজে বেঁধেছি—নিজে সুরও দিছি।

(পুনঃ ঐ গীত।)

## সপ্তম দৃশ্য।

যোগেশের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

তারাসুন্দরী ও কিরণবালা।

কিরণ। মা আপনি কেন মিছে ভাবচেন। আজ কাল কি আর জাত আছে।

তারা। অমন কথা বলো না বউ মা, দেখচ ত' পাড়ার সকলে' একটা গোলমাল তুলেচে।

কিরণ। তা পাড়ার লোকেদের মত্ যদি শুনতে চান, ত' ঠাকুরপোকে আলাদা করে দিন। আচ্ছা ভেবে দেখুন দেখি মা, ঠাকুরপো যখন বিলেতে ছিল, তখন তার অদর্শনে আপনি কত অধীরা হয়েছিলেন; এখন ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঠাকুরপো বাড়ী ফিরে এসেছে, এখন কি আবার তাকে ত্যাগ করবেন? লোকে পাঁচ কথা ব'ল্লেই বা। বলি সোমত্ত মেয়ে আইবুড়ো রাখা, তাদের গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে দেওয়ার চেয়ে ত' বিলেত যাওয়া মন্দ নয়।

তারা। সোমত্ত মেয়েকে আর কে মা গড়ের মাঠে পাঠায়।

কিরণ। আপনার ঐ হরিনামের ঝুলির দিকে মন কি না, তাই কোথায় কি হ'চ্ছে তার ত আর খবর রাখেন না।



তারা। তা আমি মেয়ে মানুষ কোথায় কি হ'চ্ছে কেমন ক'রে খবর রাখব।

কিরণ। তবে বলি শুনুন—আমরা যেমন বউ মাথায় ঘোমটা দিয়ে শাশুড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ফিরি—সংসারের সমস্ত কাজ কর্ম্ম করি, তেমন বউ আর পাচ্চেন না। এখনকার বৌএরা সব গাউন এঁটে স্বামীর হাত ধরে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যাবে—শাশুড়ী ননদ গুলিকে দাসী বাঁদীর মত নাকে দড়ি দিয়ে খাটাবে—নয়ত বাড়ী ছাড়া করবে, বুঝেছেন। শোনেননি ঐ যে কে ব্যারিষ্টার আছেন, তার স্ত্রী কি একটা সমাজ খুলেছেন, তাতে না কি স্ত্রী স্বাধীনতা দেওয়া হবে। ঠাকুর পো সেদিন Eden garden এ বেড়াতে গেছলো, এসে বল্লে, এক দল বাঙ্গালীর মেয়ে নিশান হাতে গান গেয়ে গেয়ে ঐ সমাজের প্রচার করছিল। ওমা তার মধ্যে গজেন্দ্র মাষ্টারের মেয়ে, মটুক পাগলার মেয়ে, করালী বাবুর মেয়ে, যাদব বাবুর আরপক্ষের মেয়েরা সব আছেন। তা ছাড়া আরও কত যে মেয়ে জুটেছে, তা আর কি বলব। বলি মা—এতে যদি জাত না যায়—তবে আর জাত যায় কিসে?—শুধু বেটাছেলে বিলেত গেলে? ঐ সব মেয়েরা আবার ঐ ব্যারিষ্টারের বাড়ী কাঁটা চামচেও ধরতে শিখেছেন। আপনি কেন আর ও বিষয় নিয়ে তোলাপাড়া ক'চ্ছেন। আজ কাল কি আর জাতের বিচার আছে? সব একাকার হয়ে গেছে।

তারা। এঁ্যা তুমি বল কি বউ মা—ওঁরা না সমাজের মাথা? ওঁদের এই কাজ! তা আমি সে জন্য, কিছু ভাবি না। যাহ'ক জ্যোতিষ আমার যখন বাড়ী এসেছে তখন আর আমি কিছুই চাই না। তবে লোকতঃ একটা কথা আছে কি না?

( জ্যোতিষের প্রবেশ। )

জ্যোতিষ। এই যে মা। বউদিদি যে। বলি কিসের কথা হ'চ্ছিল ?

কিরণ। ঠাকুর পো! মা বলেন পাড়ার লোকেরা না কি জটলা বেঁধে আমাদের এক ঘোরে করবে।

জ্যোতিষ। তা তোমরাও কি সেই হুজুগে মেতেছ না কি ?

তারা। না বাবা না—তবে কানাকানি শুনতে পাই কি না ?

জ্যোতিষ। মা !—তুমি ছুঁচোর কিচ্‌কিচিনি কানে তোল ?

তারা। ও কথা বলিস নি, হাজার হোক ব্রাহ্মণ ত' ? আবার শুনতে পেলে আরও যাতে ঘোঁটটা পাকিয়ে ওঠে তাই করবে।

জ্যোতিষ। কেন ? চুরিও করি নি—ডাকাতিও করি নি—কোনও অপ-কর্ম্মও করি নি—আর কারও একচালায় বাসও ত' ক'চ্চি না। ভয়টা কিসের ? যদি বল কাজ কর্ম্মের সময় কেউ আসবে না ?—সে জন্য কিছু ভেব না। পোলাওএর গন্ধ বড় সরেশ জিনিষ, আর তার ওপর সুবর্ণ মুদ্রা দক্ষিণা দিলে—ওরা ত' রায় ঘোষাল—কত বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান আসবে। আর যদি নিতান্তই না আসে মা, তাতেই বা ক্ষতি কি ? যারা খেতে পায় না—অন্নাভাবে দোরে দোরে ঘুরে বেড়ায় এমন গরীব দুঃখী লোক ত' আসবে, তাদের খাওয়ালে সুখও আছে—পুণ্যও আছে। অমন ভূত ভোজন করিয়ে লাভ কি ?

তারা। শুনছি না কি ওই মাষ্টার ম'শাই আর মটুক বাবু মিলে করালী বাবুকে নাচিয়েছে। তা' না হ'লে করালী বাবু ত' লোক মন্দ নয়।

জ্যোতিষ। লোক ত' মন্দ নয়—তবে ঐ নাচাটাই যে দোষ। কাকে কান নিয়ে গেছে ব'লে কাকের পেছনে ছোটাও ত' আহাম্মকী। মা তুমি জান না, ঐ করালী বাবুই বল, আর যদুগোপাল বাবুই

ব'ল—ও সব সমান, সব সমান—উনিশ আর বিশ। সকলের গুণাগুণ ত' জানা আছে। পরস্পর দে'হাই দিয়ে সব রেহাই পেতে চান। সাহস করে নিজের ঘাড়ে কেউ দায়িত্ব নেন না—ও সব ফন্দি ত' বোঝ না।

তারা। এই দেখনা বাবা, পাড়ায় ব্রাহ্মণদের বার্ষিক সিধে আর একটা করে টাকা পাঠালুম—সব ফিরিয়ে দিয়েছে। কেবল দু'চার ঘরে নিয়েছে। ঐ কেষ্ট বাঁড়ুয্যের ছেলে,—আর কে তাদের নাম জানি না।

জ্যোতিষ। তা দেবেই ত। মা তুমি যে সিধে সাজাতে পারনি।

তারা। কেন বাবা ? বরাবর যেমন সিধে সাজিয়ে দি' এবার বরং তার চেয়ে ভাল করেই দিইচি।

জ্যোতিষ। বলি ঐ কতকগুলো, চাল কাঁচকলা বড়ী আর ঘি ত'? তা আর ফিরিয়ে দেবে না কেন ? ঐ থালের উপরে যদি দু' চারখানা মোহর সাজিয়ে দিতে তা' হ'লে কোন গুণনিধি ফিরিয়ে দিতেন দেখতুম। বুড়ো হ'লে মা—লোক চিনলে না ? তা' যা' হো'ক দু' চার ঘর সু ব্রাহ্মণ ত' নিয়েচে। ও রায় ঘোষালরা না নিলে ত' বড় ব'য়েই গেল। তুমি ও গুলো সব ভট্টাচার্য্য ম'শায়দের বাড়ী পাঠিয়ে দাও।

( সতীশের প্রবেশ )

সতীশ। এই যে জ্যোতিষ তুমি বাড়ী আছ ? ব্যারিষ্টার সেন যে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তুমি বাড়ী আছ তা'ত' জানি না, আমি বলেছি 'বাড়ীনেই'। তা যাই হো'ক এই চিঠি খানা আর এই কার্ড দিয়ে গেছেন ( পত্র ও কার্ড প্রদান )। আর তোমায় positlvely কাল যেতে বলে গেছেন। আমায়ও যাবার জন্য বিশেষ করে জেদ করেছেন। কাল তাঁর বাড়ী কি একটা না কি

Evening Party আছে। (মার প্রতি) মা কাল বড় মজা হয়ে গেছে, আমি আফিষের ফেরতা লালবাজার দিয়ে আসছি, দেখি না রায় ম'শাই, ঘোষাল ম'শাই, আরও সব ম'শাই আছেন——এ দিক ও দিক না দেখে ওইখানে একটা হোটেলে ঢুকে পড়লেন। হোটেলটা হিন্দু হোটেল, হোটেল ওয়ালাদের সব নামাবলীর কোট পেণ্টেলুন পরা। দেখে আমার কেমন সন্দেহ হ'ল। কিছুক্ষণ পরে আমিও ভেতরে ঢুকলুম। দেখি না সবাই মিলে বেড়ে মুরগীর শ্রাদ্ধ করছেন। আমায় দেখে ডিস্ লুকোনর চেষ্টা। মটুক পাগলা ত' আমায় মারতেই আসে—বলে কি না "মূল্য দিয়ে খাচ্চি"। তা' যাই হোক এসব ভণ্ডামী দেখে শুনে কি আর ওদের কথায় কান দিতে আছে? হায়, হায়! এঁরাই আবার সমাজ-পতি! তা যেমন সমাজ—তেমনি তার পতি।

তারা। ওঁরা যে বাবা শুনেছি কায়েতের বাড়ী খান না।

সতীশ। তা ওঁরা প্রকাশ্যে কিছু করেন না—তবে লুকিয়ে চুরিয়ে রমা টুলির বাড়ীতেও পাত পেতে আসেন। তাতে কোন দোষ নেই। কথায় না আছে—'লুকিয়ে খেলে শুকিয়ে যায়'—ও এক রকম তাই।

জ্যোতিষ। দাদা ঠিক বলেছ। ওদের দেখলে আমার কেমন পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে ওঠে। যত ভণ্ড জুটে দেশটাকে আর সমাজটাকে একেবারে ছারখার করে দিলে।

(যোগেশের প্রবেশ)

যোগেশ। এই যে জ্যোতিষ। আমি তোমায় খুঁজছিলাম। তা' বেশ এক সঙ্গে সকলের দেখা হ'ল ভালই হ'ল। দেখ আমি এই মাত্র বেড়িয়ে ফিরে আসছি, রাস্তায় দেখি না গজেন্দ্র বাবু করালী বাবু সব দাঁড়িয়ে আছেন। আমায় দেখে ডেকে বল্লেন "কি ম'শাই কি ব্যবস্থা



করেছেন ?" আমি আর কি বলব—বল্লুম ব্যবস্থা আর কি করব ? তবে ছেলের প্রায়শ্চিত্তটা করিয়ে দিছি। তাতে সকলে বল্লেন "ও আপনি কি করেছেন না করেছেন কেউ তো তা' দেখতে যায় নি। আপনি যদি আমাদের মত্ নিয়ে চলেন তা'হলে আমরা আপনাকে জাতে তুলে নিতে পারি ; তবে পাঁচশো টাকার দরকার"। তা'—সকলের মনোরঞ্জনার্থ না হয় পাঁচ শো টাকা খরচ করব—কি আর হ'বে।

জ্যোতিষ। আপনি বলেন কি ? পাঁচ পাঁচ শো টাকা জলে দেবেন ? বুঝচেন না কোন উপায়ে কতকগুলো টাকা আত্মসাৎ করবার জন্য সকলে এই মতলব এঁটেছে। যখন টাকা খরচ করলেই জাতে ওঠা যায় তখন সে জাতের আর মর্য্যাদা কি ? জাতটা কি বাজারে কেনা বেচার জিনিষ ? আপনি ও ভণ্ডদের কথাও শোনেন ?

যোগেশ। কি জান আমি বুড়ো হইচি আর ও সব হাঙ্গামায় কাজ কি।

জ্যোতিষ। হাঙ্গামা কিসের ? হাঁ বুঝতুম আমাদের যথার্থ কোন অন্যায় হয়েছে, ঘাড় পেতে দু' কথা শুনতুম। আপনি সমাজকে ভয় করচেন, সমাজ কোথায় ? আর তার সমাজপতিই বা কে ? চরিত্রহীন ব্যক্তির দ্বারা কখনও কোন দেশে সমাজ শৃঙ্খলা রক্ষিত হয় না। দেখছেন না যত ভণ্ড মিলে কেবল আমাদের অনিষ্টের চেষ্টায় আছে। কোনটা বদমায়েস পাগলা, কোনটা নিরক্ষর স্কুল-মাষ্টার, কোনটা বেশ্যাশক্ত—এদের নিয়ে আবার সমাজ ? এরা আবার সমাজপতি ? এমন সমাজকেও ধিক, আর এমন সমাজে যাঁরা থাকতে চান তাঁদেরও ধিক।

যোগেশ। ছি জ্যোতিষ হিন্দুর ছেলে হয়ে সমাজ না মানলে কি চলে ?

জ্যোতিষ। হিন্দুর ছেলে হিন্দুই আছি। হিন্দু ধর্ম্মেও অটুট বিশ্বাস

করি। তা' বলে ভণ্ডামী করে সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের গৌরব নষ্ট করতে চাই না।

সতীশ। জ্যোতিষ ত' বাবা ঠিক বলেছে। হাঁ বুঝতুম যাঁরা নিষ্ঠাবান, পবিত্র-হৃদয়, সদাচারী, সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণ, তাঁরা যদি এ কথা বলতেন অবশ্য মেনে নিতাম। তা' নয় এযে আচার-ভ্রষ্ট, হিন্দু-কুল-কলঙ্ক ভণ্ড দলের স্বার্থ সিদ্ধির ষড়যন্ত্র,——এও শুনতে হবে? এমন জাত গেলই বা?

জ্যোতিষ। বাবা! ধর্ম্মের চেয়ে ত' আচার বড় নয়। ঈশ্বর করুন আমার ধর্ম্মে যেন চিরদিন মতি থাকে। ভণ্ডের দল পুষ্ঠ করার জন্য তা ব'লে অধর্ম্ম সঞ্চয় করতে ইচ্ছুক নই।

সতীশ। বাবা! যদি নিতান্তই কিছু টাকা খরচ করতে ইচ্ছা হ'য়ে থাকে, এই শীতের দিনে গরীব দুঃখীকে গাত্র-বস্ত্র দিন, কাঙ্গালী ভোজন করান, অর্থব্যয় সার্থক হবে—ধর্ম্ম সঞ্চয় হ'বে। মিছে ভূত ভোজনে আমারও মত্ নেই।

যোগেশ। তা বাবা তোদের মত্ না নিয়ে কি আমি কাজ করি? বাস্ তা হলে আমি এখন এক প্রকার নিশ্চিন্ত হলেম। (প্রস্থান)

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। (জ্যোতিষের প্রতি) ওগো দাদা বাবু তোমায় একবার বাইরে চক্রবর্ত্তী ম'শাই ডাকচেন।

সতীশ! কে মটুক বাবু বুঝি? আবার কি মতলব?

জ্যোতিষ। আচ্ছা তাঁকে এইখানে ডেকে দাও! (তারা সুন্দরী ও কিরণ বালার প্রতি) তোমরা একবার এ ঘর থেকে যাও ত' (পরিচারিকা, তারা সুন্দরী ও কিরণবালার প্রস্থান) দেখি আবার কি হুজুগ নিয়ে এসেছেন।

( মটুক চাঁদের প্রবেশ )

মটুক। ( ব্যস্ত ভাবে ) সর্ব্বনাশ হ'য়েছে—সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। বিদ্যুৎ-লতা মূচ্ছ্র্া গিয়েছে।

সতীশ। এঁ্যা কি হয়েছে ?

মটুক। আমার মেয়ে বাড়ীতে এসে মূচ্ছ্র্া গেছে। একবার জ্যোতিষ বাবুকে পাঠিয়ে দিতে হবে।

জ্যোতিষ। কি মটুক বাবু! আমি আপনায় বাড়ী গেলে আপনার জাত যাবে না ত'। তা'—এখন যখন আমাদের সঙ্গে আপনাদের দলাদলি চলচে তখন আমি কিন্তু fee ছাড়ব না। ষোলটী টাকা দিন চলুন আপনার বাড়ী যাচ্ছি।

মটুক। আমি পাড়ার লোক, আপনার লোক—আমি fee—

জ্যোতিষ। বলি কাজের সময় আপনার লোক—পরমাত্মীয়, আর খোঁচা-খুঁচির বেলায় ?

মটুক। আমি কি ও সবে থাকি ? আমি কিছু জানি না—কিছু জানি না।

জ্যোতিষ। সেকি ? এক ঘরে করেছেন—এ বাড়ী কি মাড়াতে আছে ? আপনি আবার এক ঘরে হ'বেন। যা হ'ক fee আমি ছাড়চি নি।

মটুক। তোমার পায়ে পড়ি ওসব ভুলে যাও। গরীব মানুষ খেতে পাই না। একটু দয়া কর।

জ্যোতিষ। বলি চেপে ধরলেই কেঁচো—আর ছেড়ে দিলেই সাপ। আপনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ—পায়ে ধরবেন না। দেখুন আমি বিলাত থেকে আসবার পূর্ব্বে মনে করেছিলাম পাড়ার কা'রো কাছে fee নোব না। কিন্তু আপনাদের ব্যবহার দেখে আমার সে কুবুদ্ধি ঘুচে গেছে। এখন চোক ফুটেছে, লোক চিনেছি।

মটুক। আর কেন? খুব হ'য়েছে। আমি আর কারো কথা শুনব না। আপনি সদাশয় তার সন্দেহ কি—এখন সদয় হন।

সতীশ। যাও ভাই জ্যোতিষ। বিপদ আপদের সময় আর দলাদলির কথা ভুলে কাজ নেই।

জ্যোতিষ। তবে চলুন এবারটা রেহাই করা গেল। (সকলের প্রস্থান)

## নবম দৃশ্য

চৌরঙ্গী—মিঃ সেনের বাটির হল্।

মিঃ সেন, মিষ্ট্রেস সেন ও বল্পার্টী।

মিঃ সেন। কৈ তোমার ডাক্তার friend এলেন কৈ?

সেন। বোধ হয় callএ গিয়া থাকবেন, তাই দেরী হচ্ছে।

(Orchestra সঙ্গত।)

(জ্যোতিষের প্রবেশ)

সেন। এই যে মেঘ না চাইতেই জল Good Evening.

মিঃ সেন। Good Evening. আমি বলি বুঝি আপনি ভুলে গেছেন।

জ্যোতিষ। Good Evening. না ভুলিনি। আমাদের পাড়ার ঐ মটুক বাবুর মেয়েকে একবার দেখতে গেছলুম তাই একটু দেরী হয়ে গেল।

সেন। বাঁড়ুয্যে কি তাকে Sweet-heart করবার চেষ্টায় আছ না কি?

জ্যোতিষ। না বাবা এ Bitter-heartএ Sweet-heart করবার বড় ইচ্ছা নাই।

সেন। তবে যে তুমি বড় ওদের বাড়ী গিয়েছিলে?



জ্যোতিষ। কি করি ভাই, মটুক বাবু নিজে বাড়ীতে এসে, পায়ে ধরে পড়লেন। তাঁর মেয়ের Hysteric feat হয়েছিল, তাই একবার দেখতে গেছলুম সেই জন্য এখানে আসতে দেরী হ'ল।

সেন। ওঁরা তোমাকে সমাজে একঘরে করবেন বলেছেন, তবে তোমার বাড়ী যে গেলেন?

জ্যোতিষ। তা আর জান না—gratisএর জন্য। অন্য ডাক্তার আনলে যে fee দিতে হবে।

সেন। তা' তুমি যে বড় gratisএ গেলে?

জ্যোতিষ। তা' আর করা যায় কি। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এসে পায়ে ধরে পড়লো। চারচোকে ত' চাওয়া চায়ি আছে। এড়াতে পারলুম না।

সেন। ও বেটাদের কি চোক আছে?

জ্যোতিষ। তা' বলেছ ঠিক।

সেন। কেমন বাঁড়ুয্যে, যখন আমি বিলাতে ছিলাম তখন এঁদের নিন্দা করলে যে বড় চোটে যেতে। আমি anglicised হয়েছি বলে কত গালাগালি দিতে। বলি সাধ করে কি আর anglicised হই। দেখনা কেন, কত বৎসর পরে স্বদেশে ফিরে এসে, এই সমস্ত লোক-দের এরকম ব্যবহার দেখলে আর কি এদের সঙ্গে মিশতে ইচ্ছা করে—না এদেশে বাস করতে ইচ্ছা হয়? বহুদিনের পর স্বদেশে ফিরে এসে কোথায় আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবাসীর সহানুভূতি পাব—না এক বাজে হুজুগ জাত নিয়ে গোলযোগ, বাড়ী ছাড়া করবার মতলব। ক্রমশঃ তা' নিয়ে রেশারেশি, শেষ মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ। আমি ঐ দুঃখে বাবা জাতে উঠতেই চাইনি। তুমি জান না ও বেটাদের কাছে যত নীচু হবে ততই চেপে ধরবে। জব্দ আমার কাছে।

জ্যোতিষ। কি জান ভাই দেশের লোকের নিন্দা শুনলে প্রাণে কেমন একটা আঘাত লাগে। পরস্পরের প্রতি সদ্ভাব ও সহানুভূতি রাখাই জাতিয়ত্ব। জাতীয় গৌরবে সমাজের গৌরব। সমাজের গৌরবে দেশের উন্নতি।

সেন। বলি বাঁড়ুয্যে এ কি England পেলে যে Nationality বুঝবে। এখানে বাবা কেবল Individuality—স্ব স্ব প্রধান। আমার কোন গুণ না থাকলেও আমাকে মানতে হবে, চরিত্রে হীন হলেও আমি সকলের শ্রেষ্ট, বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া হইচি তবু কুলো পানা চক্কর ত্যাগ করব না, দেশ উৎসন্ন যাক তাতে ক্ষতি নাই আমার কিন্তু জেদ বজায় থাকা চাই ; এই রকম সব লোকই আমাদের দেশে অধিক। কাযেই প্রকৃত গুণবানের উন্নতির পথে কাঁটা দেওয়া, চরিত্রবানের কুৎসা রটনা করা, প্রতিভাবানকে এক ঘরে করা, ভাই ভাইকে ঠাঁই ঠাঁই করাই হচ্চে এদের নিত্য কর্ম্ম—চিন্তনীয় বিষয়। সাধ করে কি গালাগাল আসত ? আমি ভাই না দেখে কখনও কারো নিন্দা করি না। ঐ যে সমাজপতিরা সব আসছেন, তুমি একটু গা ঢাকা হ'য়ে থাক। তোমায় দেখলে কেউ আর বাড়ী ঢুকবে না। তুমি বরাবর আমার Bed roomএ চলে যাও। ঠিক সময় মত নেবে এস। আজ বেটাদের সব ভিরকুটী ধরিয়ে দেব। ( জ্যোতিষের প্রস্থান )

( মটুক, যাদব, করালী, গজেন্দ্র ও নদেরচাঁদের প্রবেশ )

সেন। আসুন আসুন আপনাদের জন্য এতক্ষণ ভাবছিলাম।

গজেন্দ্র। তা বিবেচনা করুন আমাদের একটু দেখে শুনে আসতে হয় ত ?

সেন। তা বৈ কি। তা বৈ কি। এখন সব বসুন। এ Private party



কোন ভয় নেই। আপনাদের ক'জনকে নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করবার জন্মই এই party।

( Ball dance আরম্ভ )

করালী। কি excellent dance দেখেছেন ?

সেন। বলি সব বসে রইলেন যে একটু একটু চলুক।

গজেন্দ্র। মাপ করবেন ম'শাই আমরা ও সবেতে নেই।

সেন। আহা নেই বল্লে কি চলে ? করে নিন্ না। আমার কাছে আর সব লুকোন কেন ? যাদব বাবু আসুন আসুন, গোলাপ বিবির বাড়ীতে—আমার ত' অবিদিত নাই। ( সুরাপূর্ণ পাত্র দান )

যাদব। আচ্ছা আপনি যখন বলছেন তখন এক চুমুক খাই ( সুরাপান ) ওহে মাষ্টার তুমিও একটু খাও—বেড়ে জিনিষ।

( মটুক ব্যতীত সকলের সুরাপান )

সেন। কৈ মটুক বাবু নিলেন না—আপনি না খেলে কি হয় ?

মটুক। আজ্ঞা আমি কাঁচের পাত্রে খাই না। কাঁচটা অশুদ্ধ।

করালী। হাঁ হাঁ ওঁর আবার একটু নিষ্ঠা আছে।

সেন। তার জন্ম ভাবনা কি ? আমি পাথর বাটী আনিয়ে দিচ্ছি। Boy একঠো পাথরকা কটোরা লেয়াও।

( ভৃত্যের প্রবেশ ও পাথর বাটী প্রদান )

সেন। আসুন মটুক বাবু আপনাকে আমি ঢেলে দিচ্ছি।

মটুক। ( সুরাপান ) মাষ্টার ম'শাই বেড়ে জিনিষ। যাদব বাবু—কি খেনো খান।

( বাবুর্চি কর্ত্তৃক খানার ডিস প্রদান )

নদেরচাঁদ। বাঃ এর ওপর ফাউলের কাট্‌লেট্ বেড়ে চল্‌বে।

মটুক। আমি গঙ্গাজলে রান্না না হলে খাই না।

যাদব। হাঁ হে সব গঙ্গাজলে তৈ'রী। ঐ বাবু ঘাট থেকে জল আনিয়ে রান্না। কেন বাবা দেরী করছ—চালাও না? জুড়িয়ে যায় যে।

( জ্যোতিষের প্রবেশ )

জ্যোতিষ। ( স্বগতঃ ) এই যে মহাপ্রভুরা গোগ্রাসে গিলচেন। (প্রকাশ্যে) বলি বাঃ বাঃ এই যে সমাজপতি ম'শায়েরা—চক্ষু বুজিয়ে মুরগীর ঠ্যাং চুষচেন। বলিহারি! বলিহারি!

যাদব। ও নদেরচাঁদ বাবু! এ আপদটা জুটলো কোথা থেকে? মাথাটা যে একেবারে কাটা গেল।

জ্যোতিষ। বলি ও মাষ্টার ম'শাই! আর লজ্জা কেন। চলুক—চলুক। মটুক বাবু! আপনার নিষ্ঠাকে কিন্তু বলিহারী। আপনি কাঁচের পাত্রে মদ্যপান করেন না—গঙ্গাজলে রান্না না হ'লে মুরগী খান না, আচারটুকু দেখচি অটুট রেখেছেন। আচ্ছা, মটুক বাবু! বলি সেদিনে না হয় হোটেলে গঙ্গাজলে ব্রাহ্মণের হাতের রান্না মুরগী খেয়েছিলেন—আজ যে বাবা খোদ ফয়জুর হাতের রান্না চব্য চুষ্য দিব্য গলধঃকরণ করচেন। আপনারই না নিজেকে ঘোর হিন্দু বলে পরিচয় দেন। বলিহারী বাবা আপনাদের ভণ্ডামীকে। ছিঃ ছিঃ এই মুখে আবার সমাজের ঘোঁট। দড়ি কলসিও কি জোঠে না।

( পরস্পর মুখাবলোকন )



# দ্বিতীয় অঙ্ক।

## প্রথম দৃশ্য।

অবলা কলেজ-সংলগ্ন ইম্যানসিপেসান্ হল্

বিদ্যুৎলতা, স্নেহলতা, কনকলতা, আশালতা, সেন, মিষ্ট্রেস সেন

কেশব, যদু ও জ্যোতিষ।

( ছাত্রীগণের গীত )

ফ্যান্সি ড্রেসে মুচকে হেঁসে করবো আমরা দেশোদ্ধার,
এলিয়ে দিয়ে মাথার বেণী ধরব এবার রিভলভার্।
উঠিয়ে দেব সিঁথির সিঁদুর,
রাখবো নাকো ঘোমটা আর
সাবেক চাল ঘুরিয়ে দিয়ে করব সব সংস্কার।
পুরুষগুলো কাওয়ার্ড বড়
বাজে কাজে বেজায় দড়,
(তাদের) নাইকো স্পিরিট্ বোকা তারা অতি কুলাঙ্গার।

যদু। হে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত, বিদেশি-পদদলিত, লাঞ্ছিত, অবমানিত, নিদ্রিত, শ্রান্ত, ক্লান্ত,মোহান্ধ ভারতবাসী! একবার জাগো। জেগে দেখ আজ বঙ্গ নরনারীর ভারতমাতার দুঃখে কি heroic আত্মবলিদান! কি Patriotic Self Sacrifice! কি সুশিক্ষায় ইহাদের মন সমুন্নত। সেই জন্য আজ আমি এই Ladies Emancipation Hallএর সম্বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে সমগ্র ভারতবাসির হইয়া উপস্থিত ভগ্নিবৃন্দের দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিতেছি। ভগ্নিগণ! তোমরা অক্ষয় অব্যয় হইয়া দেশ-হিতৈষিনীর কার্য্যে ব্রতী থাক। আর স-ভগ্নি মিষ্টার সেন—যাঁহাদের উদ্যোগে এই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, আমি তাঁহাদেরও আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

সকলে। Three cheers for Jadu Babu.

জ্যোতিষ। বলি সেন, ব্যাপার যা দাঁড় করিয়েছ তাতে মেয়েরা দেখছি, এর পর পল্টনে ঢুকবে।

স্নেহ। Oh yes! next year we shall try to become volunteers. যাতে শীঘ্র আমাদের নাম enlist হয় তার চেষ্টা করা যাচ্ছে।

সেন। কি বাঁড়ুয্যে অবাক হয়ে রইলে যে?

জ্যোতিষ। কাজেই। দেখে শুনে আর বাক্য স্ফূর্ত্তি হ'চ্ছে না।

সেন। দেখছ না এদের ভিতর একটা independent spirit ঢুকিয়ে দিয়েছি। এই Spiritএর জোরে এরা একদিন বঙ্গের মুখোজ্জ্বল করবে।

জ্যোতিষ। এই সব মেয়েরা যখন ধ্বজা তুলেছেন, বলি তখন আরও কি বঙ্গের মুখ মলিন আছে? তা যাই হোক এ Spiritটা কেন বঙ্গ-নরেদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে না। এ নারীদের কেন মাথা খাচ্ছ?



সেন। আহা বুঝলে না—এ মেয়েদের মাথা না খেলে কি আর বেটা-ছেলেদের মাথা পাওয়া যায়? সহরে থাকতে গেলেই একটা হুজুগ চাই, নইলে লোকে মানে না। তাই এই একটা নিয়ে এক রকম বেঁচে আছি। দিনগুলো একরকমে কাটিয়ে দেওয়া—নইলে প্রাণটা বড় হাঁপিয়ে ওঠে। তোমাদের পাড়ায় যেমন তোমায় নিয়ে হুজুগ হয়েছে—রকে, ঘাটে, মাঠে, পথে সমাজ নিয়ে মিটিং। আমিও তাই এক রকম ক'রে এই বঙ্গনারীদের নিয়ে দেশহিতৈষিতার কার্য্যে পড়ে আছি—বুঝলে?

( ছাত্রীগণের গীত )

ভারত গগন ভালে বুঝি স্বাধীনতা-ভানু উদিল,
আঁধার ঘেরা, কোয়াসা পোরা, দুঃখ নিশি ঐ পোহাইল।
ভাতিল গগনে, শত-সূর্য্য-কিরণ,
সুষুপ্ত সন্তান যত চমকি' চাহিল ( শয়ন ত্যজিল )।
বহিল পবন, পুষ্পিত উপবন,
পঞ্চমে পিকবধূ সুমধুর গাহিল।
হরষে কম্পিতা তৃণ-তরু-লতা
নবীন তপন, কনক কিরণে দশদিশি ছাইল।

( সকলের প্রস্থান )

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

গজেন্দ্রের স্কুল সংলগ্ন রক্।

গজেন্দ্র, মটুকচাঁদ ও যাদব।

গজেন্দ্র। দেখুন যাদব বাবু কাল মুরগীহাটা থেকে দোকানের জন্য জিনিষ পত্র কিনে মাথাঘষার গলি দিয়ে ফিরে আসছি, দেখি না সেই মোক্ষদা বেটী—সেই যে যে বেটীর টাকা ফাঁকী দিয়ে আনা গেছলো হে; আমায় না দেখে ভয়ানক গালাগাল আরম্ভ করলে। আমি যেন কিছু জানি না, মাথা হেঁট করে চলে আসছি, আসতে আসতে আবার দেখি সেই পথ দিয়ে সতীশও আসছে। বোধ হয় সব শুনেছে।

যাদব। বলি সেই একদিনের আলাপে বেটী তোমায় চিনলে কি করে?

গজেন্দ্র। আপনাদের সঙ্গে করে সেখানে সেই একদিন মাত্র গেছলুম বটে, কিন্তু সে বেটীর কাছে যখন ঐ Hindu Academyতে পড়াতুম রোজ যে যেতুম। সেই বেটীর টাকা ফাঁকি দিয়েই ত ঐ স্কুল ছেড়ে এই স্কুল আর দোকান ফাঁদলুম।

যাদব। তা' যা' হোক, সতীশ বোধ হয় অত বুঝতে পারে নি।

গজেন্দ্র। না হে না—আমায় দেখে মুচকে মুচকে হাঁসতে লাগল। যদি বেটীকে ঠিকানা বলে দেয় তা' হ'লেই ত' মুস্কিল।

যাদব। না তা', বোধ হয় দেবেনা, ওর জন্য বিশেষ ভাবনার দরকার নেই,—সংসারে থাকতে গেলে ও অমন হয়।

( করালীবাবুর প্রবেশ )

গজেন্দ্র। আসুন—আসুন করালী বাবু আপনার জন্যই অপেক্ষা ক'চ্চি।

করালী। মাষ্টার ম'শাই! যোগেশ বাবুর সঙ্গে না আপনার দেখা হ'য়েছিল?

গজেন্দ্র। তাই ত' বলছি ম'শাই। যোগেশ বাবুকে বল্লুম আপনি পাঁচশো টাকা খরচ করুন আমরা পাঁচজনে মত্ করে আপনাকে সমাজে তুলে দি। তা' উনি ছেলেদের মত্ নিতে গেলেন। শুনলুম ছেলেরা না কি বারন করেছে।

মটুক। ওঁর ছেলেরা খ্রীষ্টান, খ্রীষ্টান—ব্রাহ্মন মানে না। আমাদের সব গালাগাল দিয়েছে।

যাদব। দেখুন করালী বাবু ব্যাপার খানা দেখুন। আমরা ওঁর হিত কর্‌তে চেষ্টা কচ্চি, উনি কিনা ছেলেদের দিয়ে আমাদের অপমান করান্। দেখা যাক কে ওঁকে জাতে তোলে?

করালী। আচ্ছা মটুক বাবু—তা' হলে এর একটা প্রতীকার করা চাই।

মটুক। আপনি যখন আছেন তখন আমাদের ভয় কি? আমি টোলে গেছলুম তাঁরা বিধান দিয়েছেন—দ্বাদশ স্ুবর্ণ গাভী দান করলে তবে প্রায়শ্চিত্ত হবে। বিলাত যাওয়ার প্রায়শ্চিত্ত কি অমনি হয়? এখন পাঁচ শো টাকা খরচ কল্লেও হবে না।

করালী। তবে শুনলুম না কি যোগেশ বাবু কোন্ টোল থেকে সংক্ষেপ ব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন?

মটুক। তা',—যা' তা', টোল হ'লেই বুঝি হ'ল? আমাদের কাছে একবার এলেন না—আমাদের মত্ নিলেন না। কেন আমরা সমাজের কেউ নই নাকি? এতে প্রকারান্তরে আমাদের অপমান করা হয়েচে তা বুঝেচেন।

করালী। হা সে কথা ঠিক—আমাদের কাছে আসা উচিত ছিল।

( নদের চাঁদের প্রবেশ )

নদের চাঁদ। করালী বাবু! আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! (কম্পন)

করালী। কি রায় ম'শাই! ব্যাপার খানা কি—হয়েছে কি?

নদের চাঁদ। বুঝি যোগেশ বাবুর শাপ লাগলো। আমার স্ত্রীকে খুঁজে পাচ্চি না।

গজেন্দ্র। সে কি কথা! বলি রাগ করে বাপের বাড়ী যায়নি ত?

নদেরচাঁদ। চুলোর ছাই তার কি বাপের বাড়ী আছে? আমি যে তাকে বড় ভালবাসতুম, আমার দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ, আমি সর্ব্বস্ব যে তার নামে করে দিইচি। হায়! হায়! এখন বুঝি পথে বসতে হ'লো।

যাদব। আপনি একটু স্থির হ'ন, অত বাড়াবাড়ী করবেন না। দেখছেন ত' এখন সমাজ নিয়ে আমরা পড়েছি এ সময় আপনার ও কথা টের পেলে—আমাদের মাথা কাটা যাবে। আপনার স্ত্রীকে যাতে ফিরিয়ে আনতে পারি তার চেষ্টা করবো। আমার বোধ হয় আপনার স্ত্রীকে যে পড়াতে আস্‌তে—সেই বেটারই কাজ। অমন স্ত্রীর হাতেও সর্ব্বস্ব দেয়।

নদেরচাঁদ। কি করি বলুন বুড়ো বয়সের বে—না হ'লে পার পাই কৈ।

করালী। আপনি এখন সেই মাষ্টার বেটার সন্ধান নিন্। আমরাও এদিকে দেখি। আপনার কোন ভয় নেই, কিন্তু দেখবেন, এ কথা আর কারো কাছে প্রকাশ করবেন না। তা' হ'লে আমাদের মুখ দেখাবার জো থাকবে না।

নদের চাঁদ। আজ্ঞা তা আর বল্‌তে—তাকে ফিরিয়ে পেলে আর কি প্রকাশ করি। এ বুড়ো বয়সে আর কি বে হবে।

( প্রস্থান )

গজেন্দ্র। দেখুন দেখি এ আবার এক ঝঞ্ঝাট। খুব হুঁসিয়ার হয়ে কথাটা চেপে রেখে ওঁর স্ত্রীর সন্ধান করতে হবে।

( নারানের প্রবেশ )

নারান। বলি এই যে বাবা।

অহল্যা, দ্রৌপদী, তারা, কুন্তি, মন্দোদরীস্তথা,
পঞ্চ কন্যা স্মরেন্নিত্যং হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম্।

বলি আজ পঞ্চরত্নের একটী রত্ন কোথায় খসে গেল বাবা? আচ্ছা, কেন বাবা মিছে সমাজ নিয়ে মিটিং করচো, এতে লাভ কি? যে উদ্যম, যে উৎসাহ যোগেশ বাবুর সর্ব্বনাশ সাধনে নিয়োগ করেছ, সেটা কোন সৎকাজে নিযুক্ত করলে যে একটা কাজ হয়। এই যে পাড়ার কত দরিদ্র নিরন্ন ভদ্র-ঘরের বিধবা, মানের দায়ে অনশনে, অর্দ্ধাশনে দিন কাটাচ্চে, কত অসহায় বালক অর্থাভাবে উপযুক্ত লেখা পড়া শিখতে পারচে না, কত ছাঁপোষা গৃহস্থ কন্যাদায়ে বিপন্ন হয়ে সে দায় থেকে উদ্ধার হবার জন্য ভদ্রাসনটুকু পর্য্যন্ত বন্ধক দিয়ে আবার নূতন ঋণ-জালে জড়িয়ে সর্ব্বস্বান্ত হ'বার চেষ্টা কচ্চে, কত রকম যন্ত্রনায় কত লোক যে পাগল হয়ে ছুটে বেড়াচ্চে, পাঁচজন একমত্ হ'য়ে সেই সব লোকেদের সাহায্য করবার জন্য যদি একটুও চেষ্টা কর, তা হলে যে বাবা একটা মানুষের মত কাজ করা হয়। তা' না ক'রে পরের অনিষ্ট করবার জন্য এত আড়ম্বর আয়োজনে লাভ কি বাবা? এর কিছুও যদি না পার বাবা, এই গরীব দেরই না হয় একটা উপকার কর। মদের দোকানের পাশের কাঁকড়া চড়চড়ির দোকানগুলো তোলবার চেষ্টা দেখ। বাগ্দী বেটীদের হাতে আর খাওয়া চলে না। বেটীরা ঠকিয়ে নেয়, কমও দেয়।

মটুক। তুমি মাতাল—মাতাল।

নারান। ঐ ত' বাবা কাজের কথা হ'লেই মাতালদের দোহাই দিয়ে নিজেরা ফাঁকায় থাকতে চাও। আচ্ছা আমি যেন একজন renowned মাতাল, মদ কি যাদু তোমরা খাও না? আমি ত' বাবা শুঁড়ীর দোকান থেকে শুধু মদটী খেয়ে বাড়ী ফিরে যাই। তোমরা যে চাঁদ বেশ্যার সঙ্গে মদ মাংসের ঘণ্ট করে খাও।

করালী। যান্ ম'শাই বাড়ী যান্ অনেক রাত হ'য়ে গেল।

নারান। বাড়ী গিয়ে আর করব কি? ঘরে ত' আর মাগ নেই। আজ আমি এই মিটিংএ preside করবো।

গজেন্দ্র। কিসের মিটিং ম'শাই?

নারান। কেন বাবা, এই যে দিনরাত সব গুজুর গুজুর ক'রে কি সব resolution পাশ করা হয়—আমরা এলেই বাবা চুপ্।

মটুক। আমরা ভয় করি নাকি? ভয় না কি?

নারান। তবে আর চুপ্ কেন?

গজেন্দ্র। সে কি নারান বাবু! আপনিও ত' পাড়ার একজন সুব্রাহ্মণ, বলুন দেখি বিলাত ফেরতার সঙ্গে কি সমাজে চলা যায়?

নারান। কেন? দোষটা কি?

মটুক। বিলাত গেছে—দোষ নাই? দোষ নাই? জাত গেছে।

নারান। আচ্ছা জাতটা গেল কিসে?

মটুক। ম্লেচ্ছের অন্ন গ্রহণ করেছে—জাত যাবে না?

নারান। বলি ম্লেচ্ছের অন্ন কোন্ আপনারাও না গ্রহণ করেছেন। ঐ ব্যারিষ্টারের বাড়ী Evening Party,—লুকোলে ত' আর হবে না! হাঁ পাঁচটা যথার্থ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণে বলতো কথাটা কতক মানতুম। আমাদের বাবা আবার জাত?



৬

গজেন্দ্র। শুধুই কি ম'শাই তাই। এই বিলাতে যেতে গেলে পৈতে গাছটা না ফেলে দিলে জাহাজে কি তারা উঠতে দেয়? বলুন দেখি ব্রাহ্মণের সেই যজ্ঞোপবীত ফেলা কি মহাপাপ?

নারান। বলি পৈতে ফেলতে হয় এ কথা ত' কখন শুনিনি। আমি মাতাল হই আর যা' হই nonsense এর মত কথা আমার কাছে বলোনা বাবা। নেহাৎ আমায় মূর্খ ঠাউরো না; Entrance অবধি পড়া গেছলো—Universityও বার কয়েক দেখা আছে।

মটুক। হাঁ আমি জানি পৈতে ফেলতে হয়—পৈতে ফেলতে হয়। আমি জাহাজের কাজ করতুম—আমি জানি—আমি জানি।

নারান। আচ্ছা, তা' ব্যবস্থাটা কি ক'চ্ছেন?

মটুক। এখন পাঁচশো টাকা দিলেও হবে না। বারটা সোনার গরু বিলোতে হবে, আর নূতন ক'রে পৈতে নিতে হবে; তা ছাড়া ব্রাহ্মণ ভোজন।

নারান। আর আপনারা যে এত খাটলেন—আপনাদের এক একটা সোনার ল্যাজ গড়িয়ে দিতে হবে না? বলি বাবা বেড়ে দাঁও এঁটে বসে আছ।

গজেন্দ্র। বলেন কি ম'শাই! বিলাত ফেরৎ কি অমনি জাতে ওঠে। এ ত' আমরা কম বলেছি।

নারান। হাঁ কম বৈ কি! যোগেশ বাবুর ভিটেয় যে টাক করেননি এই যথেষ্ঠ। বলি আপনারা জাতে তোলবার কে বলুন দেখি? আমরা বাবা বনিদি লোক, প্রপিতামহের আমল থেকে এখানে বাস করচি, মুখ্যি কুলীন—নৈকষ্য, আমরা কোন গোল কল্লুম না। আর আপনারা দু'দিন এ পাড়ায় এসে একেবারে সমাজপতি হয়ে উঠলেন? রায় ঘোষালকে আমরা ব্রাহ্মণের মধ্যেই ধরি না। এখন চেপে যাও বাবা,

বেশী বাড়াবাড়ী করো না, সবায়ের গুণাগুণ ত' জানা আছে। কথা না মান ত' হাটে হাঁড়ী ভাঙ্গব। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।

( প্রস্থান )

গজেন্দ্র। দেখলেন ম'শাই পাড়ার ব্রাহ্মণ দেখেছেন? এতে আর সমাজ থাকে কি করে? স্বচ্ছন্দে বল্লেন কি না বিলাতে গেলে দোষটা কি? আচ্ছা দেখা যাবে দোষ আছে কি না?

মটুক। আমাদের অপমান—আমাদের অপমান। নিশ্চয় এ যোগেশ বাবু শিখিয়ে দিয়েছেন। ব্যাপারখানা ত' বুঝচেন করালী বাবু।

করালী। যাক্ ও সব কথা—এখন নদেরচাঁদ বাবুর স্ত্রীকে চল খুঁজতে বেরোই। ( সকলের প্রস্থান )

## তৃতীয় দৃশ্য।

### বিডন্ স্কোয়ার।

গোলাপসুন্দরীর বাটীর কক্ষ।

যদু ও মনোরা।

( গীত )

মনো। ( আমি ) প্রাণপোরা সাধের রাশি করব বিনিময়,
মনের মানুষ পেলে সুখে পেতে দি হৃদয়।
ধরা বাঁধায় থাকতে নারি
অরসিকের কি ধার ধারি
তুমি আমার মনের মত ওগো রসময়।



যদু। প্রেমময়ি ভগ্নি মনোরমে! তোমার গান অতি সুমিষ্ট। সুরও অতি সুমিষ্ট। তোমার কমনীয় কণ্ঠের গীত আমার কর্ণে বীণার ন্যায় ঝঙ্কার ক'চ্ছে।

( গোলাপসুন্দরীর প্রবেশ )

গোলাপ। ওগো তুমি একটু সরে যাও ত' কারা আসছে।

যদু। এ্যাঁ এ্যাঁ সরে যাব? এ কে কোথায় ফেলে যাব?

( যাদব, গজেন্দ্র, মটুক ও নদের চাঁদের প্রবেশ )

যাদব। কি গিন্নি নূতন মেয়ে মানুষ কোথা থেকে আমদানি করলে?

নদেরচাঁদ। এই যে, এই যে—এই যে আমার স্ত্রী। এ্যাঁ তুমি এখানে!

গজেন্দ্র। ( যদুর প্রতি ) তবে রে বেটা বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা। ভদ্রলোকের সর্ব্বনাশ করতে বসেছ। ( প্রহার )

মটুক। বেটা—বেটা—বেম্ম বেটা—পাজী বেটা—এই জন্য বুঝি বাড়ীতে পড়াতে আসতে? ( প্রহার )

গোলাপ। দেখ বাবু দাঙ্গা হাঙ্গামা করতে হয়—রাস্তায় কর।

যদু। ভগ্নি মনোরমে!—একবার দেখ কুলোর ন্যায় আমার পিঠটা পিটছে, বুঝি বা ভেঙ্গে যায়। ( বেগে পলায়ন )

মটুক। ধর্—ধর্ বেটাকে। ( দ্রুত পশ্চাদ্ধাবন )

যাদব। নদের চাঁদ বাবু আর দেরী করবেন না—যত শীঘ্র পারেন একখানা গাড়ী ডেকে আপনার স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ী যান।

নদেরচাঁদ। বলি প্রিয়ে! আর কেন মনস্তাপ দাও; এখন চল—ঘরে চল—ঘরের লক্ষ্মী ঘরে চল।

মনো। মরতে এখানেও এসেছ। না আমি বাড়ী যাচ্ছি নি।

গজেন্দ্র। ছি গেরস্থর বৌ বাড়ী যাবনা বল্লে কি চলে? যাও মা যাও—

ঘরের লক্ষ্মী ঘরে যাও। এসব নোংরা জায়গা, এখানে কি তোমাদের থাকতে আছে?

মনো। আচ্ছা যাচ্ছি, কিন্তু তোমাদের বন্ধুকে বেশ করে বুঝিয়ে দাও—ফের যদি আমার libertyর ওপর উনি হাত দেন ত ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দোব।

নদের চাঁদ। না গো না। এখন চলনা; আমার মাথা কাটা যায় যে। যা' হয় বাড়ীতে গিয়ে ক'রো এখন। (গোলাপ ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

গোলাপ। কোথা থেকে হাড়হাবাতে হতচ্ছাড়া মিন্সেরা এসে পড়লো। এমন সোণারচাঁদ ছুড়ীটা হাত ছাড়া হ'য়ে গেল। (প্রস্থান)

## চতুর্থ দৃশ্য।

ইম্যান্‌সিপেসন্ হল্ সংলগ্ন পার্ক।

টেনিস ব্যাট্ হস্তে বিদ্যুৎলতা, স্নেহলতা, কনকলতা, ও আশালতা।

(গীত)

পার্কে যাওয়া হাওয়া খাওয়া নাই ত' কোন দোষ,
যাদের সয়না সেটা থাক ঘরে কর আপশোষ।
খেলি মোরা টেনিস্ ক্রিকেট এ্যাণ্ড ফুটবল,
এতে গায়ে বাড়ে বল,
রাঁধা বাড়ায় হাঁড়ী কাড়ায় করে যে অলস।
ঝিরি ঝিরি বইছে বায়,
ছুটোছুটি করি আয়,
হেল্‌থ্ তাতে থাকবে ভাল মেজাজ হবে খোস্।



বিদ্যুৎ। কিলো স্নেহলতা তোর না কি marriage?

স্নেহ। বাবা বলেন ত' শুনতে পাই।

( গীত )

স্নেহ। যারে চোকে না দেখিনু কানে না শুনিনু
তার সনে ছি ছি কেমন করে হবে লভ্।

বিদ্যুৎ। মাথা কাটা যায়, শুনে হাসী পায়,
আমাদের সিষ্টেম্ অফ্ ম্যারেজ্।

স্নেহ। বর ক'নেয় দেখা নাই, একি গো বালাই,
বাঁধবে তারে প্রেম-ডোরে হবে সে লাভার।

বিদ্যুৎ। ঘটক বেটা প্রেমের কাঁটা,
করব তাদের পগার পার।

সকলে। আমরা সব ফ্রি-লভ্ শিখেছি,
নূতন কেতায় প্রাণ গড়েছি,
থাকব না কো ধরা বাঁধায়,
সুখের ওপর ক'রবো লভ্।

আশা। আচ্ছা স্নেহ তুই এখন কি করবি?

স্নেহ। কেন free love শিখেছি, আর কি ধরাবাঁধায় থাকি।

কনক। ঠিক বলেছিস ভাই। আমরা এখন হাওয়ার মত সর্ব্বত্র যাওয়া আসা করব। রূপের আগুনের হলকা ছোটাব। হাঁসির ফাঁদ পেতে দোব। Lover দের ঘোল খাওয়াব। কথার চোটে দেশ মাতাব। নয়ন বানে শীকার করব। Volunteer বেশে fight করব। টেনিসেতে

prize নোব। আমাদের কি এখন marriage পোষায়? চল্ ভাই আজ ভাল করে match খেলতে হবে।

( গীত )

চল চল বেলা হ'ল ম্যাচ্ খেলতে চল,
হারিয়ে দিয়ে নোব প্রাইজ্ ভাবনা কি বল।
খেলব মোরা নূতনতর খেলা,
ফ্যান্সি-ফেয়ারে হবে ফ্যান্সীর মেলা,
গড়ের মাঠে তুলবো ধ্বজা না হ'লে কি হ'লো ?
অক্টারলনি মনুমেণ্ট কিম্বা স্কোয়ার ট্র্যাফালগার
ভেঙ্গে চুরে যাক সব হোক চুরমার,
সহর জুড়ে নামটা মোদের জাহির হলেই হলো।

( সকলের প্রস্থান )।

## পঞ্চম দৃশ্য।

গঙ্গার ঘাট

মানদা ও শশীবালা।

শশী। শুনেছ গা ঘোষাল বৌ—তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেচে, তবু তাকে নিয়ে ঘর না করেলেই নয়।

মানদা। কি গা দিদি কি হয়েছে ?

শশী। এই পাড়া শুদ্ধ ঢিটি হয়ে গেল আর তুমি জান না ?



মানদা। কৈ গো কিছু ত' শুনিনি।

শশী। এই দেশ শুদ্ধ লোক শুনলে আর তুমি শুনলে না।

মানদা। কি শুনলে দিদি—কি শুনলে?

শশী। ভদ্র ঘরের বৌ—মদ খেয়ে গাড়ী করে যে গান গেয়ে বেড়ায় এ ত' কখনও শুনিনি; সঙ্গে আবার কত্তা ছিলেন।

মানদা। কাদের বৌ গা—

শশী। কেন রায়েদের বৌ বেরিয়ে গেছলো—তা' কি শোননি।

মানদা। হাঁ হাঁ শুনেছিলাম বটে—তাদের বাড়ীর ঝীয়ের মুখেই শুনে ছিলাম। তা' কার কি মনে আছে। কত্তার দোষ কি?

শশী। বল কি তুমি ঘোষাল বৌ! সেই বৌকে নিয়ে আবার ঘর ক'ত্তে আছে? কি ঘেন্না কি ঘেন্না! বৌটারও গলায় দড়ি—মিন্সেরও গলায় দড়ি।

মানদা। এঁ্যা বল কি দিদি—তাকে আবার ঘরে এনেছে?

শশী। তবে আর বলছি কি? আমরা হলে ত' সাত জন্মে ভাতারের কাছে মুখ দেখাতে পারতুম না। এ দিকে বাবু যা' হয় মিন্সেকে মারি আর গাল দি এমন কাজ আমরা করতে পারি না।

মানদা। কি বলব দিদি—কালে কালে কতই দেখবো।

শশী। এই দেখনা আমাদের এঁরা—এক বিলাত ফেরতাকে জাতে ঠেলছেন। আর এ দিকে যে বেরিয়ে যাওয়া বৌকে নিয়ে ঘরকন্না চালাচ্চে সেটা কেউ নজর করেন না। লেখাপড়া শেখবার জন্য বেটা ছেলে বিলাত গিয়ে প্রানের দায়ে অখাদ্য খেয়ে থাকে, তাতে দোষটা কি? আমাদের কত্তারাও ত' এখানে হোটেলে মোটেলে কত কি খেয়ে আসেন। ঘরের বৌ বেরিয়ে গেলে আবার তাকে নোওয়া, এ ত' কখনও শুনিনি—এতে

কি দোষ হয় না? ওমা কি ঘেন্না কি ঘেন্না! কালামুখীর সে কালামুখ ভাতারের কাছে দেখাতেও লজ্জা করলে না গা। আর রায় ম'শাই বা কি রকম লোক—স্বচ্ছন্দে তার হাতে ভাত খাচ্চেন। বুড়ো হয়েছেন—নাই বা বৌ রইলো—একটা রাঁধুনি রাখলেই ত' হ'ত।

মানদা। আর কি জাত জন্ম আছে সব নৈরেকার হয়ে গেছে। চল বোন ডুবটা দিয়ে আসি—বেলাও হয়ে এল। গিয়ে আবার রান্না বান্না ক'ত্তে হবে। মেয়েটা স্কুলে যাবে সকাল সকাল ভাত চাই।

শশী। আমি ত ঘোষাল বৌ অমন হলে গঙ্গায় ডুবে মরতুম।

( উভয়ের প্রস্থান। )

।

করালী বাবুর বহির্ব্বাটী

গজেন্দ্র, করালী ও মটুক।

গজেন্দ্র। দেখুন করালী বাবু আমার বোধ হয় যখন গাড়ীতে তোলা হয় তখন কেউ দেখে থাকবে—আর তাই বা কেমন করে—অত রাত্রে ত' রাস্তায় লোক জন ছিল না। যাই হোক এ কথাটা আমাদের এখন চেপে যেতে হবে।

মটুক। ও সব কথা আর তুলবেন না—এখন আপনার মেয়ের বের কি হলো বলুন।

করালী। কি মাষ্টার ম'শাই—আপনার মেয়ের বে নাকি?



গজেন্দ্র। আজ্ঞা ম'শাই আপনাদের অনুগ্রহে এক রকম ঠিক হয়ে গেছে।

করালী। বেশ— কোথায় হ'ল ?

গজেন্দ্র। আজ্ঞা ঐ সাঁতরা গাছি রাম নারান চাটুয্যের বাড়ী—তাঁরা বনিদি লোক। আমার কোন খরচ নেই—তাঁরা সব খরচ করবেন— অগ্রিম মেয়ের গহনাও পাঠিয়ে দিয়েছেন।

করালী। তা' বেশ হয়েছে—ছেলেটি কি করে ?

গজেন্দ্র। এই বার বুঝি মোক্তারী একজামীন দেবে।

মটুক। তা'হলে মাষ্টার ম'শাই বাজার টাজার যা' করতে হবে, তার ভার আমাকেই দেবেন।

করালী। হাঁ আমাদের মটুক বাবু ও সব বিষয়ে খুব মজবুদ, ওঁর মতন সস্তায় জিনিষ কেউ আনতে পারবে না—আর ও বিষয়ে উনি অনেক দিনের experienced.

মটুক। আমি এই বত্রিশ বছর পাঁচ মাস বাজার ক'চ্চি। আমি সব জিনিষের দর জানি। আমায় কেউ ঠকাতে পারে না।

করালী। তা মটুক বাবু অত দিন কি হবে ?

মটুক। হাঁ ঠিক হবে—আমার ঠিক হিসাব আছে। এক দিনও কম হবে না।

গজেন্দ্র। তা' বটে ত'—উনি কি আমাদের আজকের লোক। আচ্ছা মটুক বাবু আপনার বয়স কত হবে ?

মটুক। এই বিয়াল্লিশ বৎসর তিন মাস।

করালী। তা' মাষ্টার ম'শাই নেমন্তন্নটা কি রকম ক'চ্চেন ?

মটুক। রকম আবার কি ?—বিলাত ফেরতা বাদ, আমি সব বাড়ী বাড়ী গেছলুম, সকলেই বলেছেন যোগেশ বাঁড়ুয্যে এলে তাঁরা কেউ আসবেন

না। আর ঐ নারান মাতালকেও বাদ্। এইবার দেখব এক ঘরে করতে পারি কি না।

গজেন্দ্র। তা বিবেচনা করুন আমাদের মত্ যখন নিলেন না, তখন আর আমরা কেমন করে সমাজে নিতে পারি।

মটুক। এই বার ঠিক হয়েছে, পাঁচশো টাকা খরচ করলেও আর জাতে উঠতে পাচ্চেন না।

গজেন্দ্র। তা বিবেচনা করুন আমাদের কোন দোষ নাই—আমাদের কথামত চল্লে কি এতটা হ'ত।

করালী। দোষ আবার কি? আমরা যোগেশ বাবুকে কত রকম ক'রে বোঝালুম উনি কি শুনলেন। তা' এখন দেখুন—একঘরে হয়ে থাকবার মজাটা দেখুন।

গজেন্দ্র। তা' হলে মটুক বাবু আমার বাড়ীতে চলুন, সেইখানে বসে সব ফর্দ্দ করা যাবে।

মটুক। তাই চলুন। এইবার দেখে নোব কেমন না জাতে ঠেলতে পারি।

(সকলের প্রস্থান।)



## সপ্তম দৃশ্য।

পাঠাগার

স্নেহলতা

স্নেহ। বাবার এ অন্যায় উপরোধ। তাকে চোকে দেখলুম না—তার বিষয় personally কিছুই জানলুম না; একজন unknown person, young কি old তাও জানি না, সে কি না হবে আমার lover—তাকে বিয়ে করতে হবে। My God! I can not brook the idea of such a thing. ছেলে মেয়েদের personal freedom এর উপর বাপ মায়ের কোন হাতই থাকতে পারে না। তাই ত' Miss আশাকে চিঠি লিখলুম—এখনও আসচে না কেন? কি করব কিছুই বুঝতে পারচি না। এত দিন ধরে female emancipation এর cause নিয়ে fiery agitation করে শেষে নিজে principle নষ্ট করব? না তা' কখনই হ'তে পারে না।

(পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ চেষ্টা)

(মানদা ও গজেন্দ্রের প্রবেশ)

গজেন্দ্র। দেখেছ গিন্নি! বিয়ের নামেই মা আমার কত শান্ত মূর্ত্তি ধারণ ক'রেচে। এখনও ত' ছেলে মানুষী ভাব যায় নি—তাই তোমায় বলেছে বিয়ে করব না। এই গহনা আর টাকা পেলে বাকী যে টুকু চাঞ্চল্য আছে তা' ও সেরে যাবে।

মানদা। কি জানি বাবু আমার ত' মেয়ের কথাবাত্রা শুনে সকাল থেকে পেটের ভেতর হাত পা সেঁধিয়ে গেছে।

গজেন্দ্র। থাক্ থাক্, ও সব কথা একেবারে ভুলে যাও—কোন রকমে কালকের দিনটা কাটিয়ে দিতে পারলেই বাস্—নিশ্চিন্ত।

স্নেহ। এত রাত্রে আবার তোমরা এখানে কি করতে এসেছ? একটু নিরিবিলি বসে আছি—তাতেও disturb করতে এলে?

গজেন্দ্র। না না—এই গহনা গুলি বেহাই ম'শাই পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাই একবার তোমার গায়ে পরিয়ে দেখতে এলুম, ঠিক হলো কি না?

স্নেহ। কেন আমায় অনর্থক ওবিষয়ে অনুরোধ করছেন—আমি ত' এ সম্বন্ধে সব কথা স্পষ্ট বলে দিয়েছি।

গজেন্দ্র। ছি মা ও সব অলক্ষণের কথা কি মুখে আনতে আছে? গেরস্থ ব্রাহ্মণের মেয়ে,বিয়ে থা হবে—সংসার ধর্ম্ম করবে,দেখে সুখী হব। আমরা আর কত দিন। তোমার বিয়ে টা দিতে পারলেই আমরাও নিশ্চিন্ত।

মানদা। তুমি ত' আমার অবাধ্য নও—মার মনে কি কষ্ট দিতে আছে? নাও এই গয়নাগুলি একবার পর দেখি।

স্নেহ। (স্বগতঃ) গয়না গাঁটী গুলোই বা ছাড়ি কেন।

গজেন্দ্র। আর তাঁরা এই টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন—তোমার মনের মত জামা কাপড় যা' করতে হয় করে নিও। (ক্যাস বাক্স প্রদান ও মানদা কর্ত্তৃক গহনা পরাইয়া দেওন)।

মানদা। দেখদেখি স্নেহ এইবার কেমন মানিয়েছে। বাপ মার মনে কি একটুও সাধ আহ্লাদ যায় না।

গজেন্দ্র। এস গিন্নি চলে এস,—চলে এস। মাকে আর আমার বিরক্ত করো না। (স্নেহর প্রতি) আজকে আর বেশী রাত জেগো না। সকাল সকাল শোওগে। (জনান্তিকে মানদার প্রতি) দেখলে গিন্নি গহনা আর টাকা পেয়ে মেয়ের আমার মতি ফিরে গেল।

মানদা। এখন ভালয় ভালয় কালকের দিনটা কাটলে মা মঙ্গলচণ্ডির পূজা দিয়ে বাঁচি। ( উভয়ের প্রস্থান )

স্নেহ। বেশ হ'লো, গহনা আর টাকাগুলো ত' হাত করা গেল—আর এখন ভয় নাই। এইবার নির্ব্বিঘ্নে যেথা ইচ্ছা যেতে পারি। কৈ Miss আশালতা এখনও আসছে না কেন? তবে কি আজকের পরামর্শের কথা ভুলে গেল?

( পুরুষবেশে আশালতার প্রবেশ )

আশা। কিলো Miss স্নেহ, এখন থেকেই যে ক'নে সেজে বসে আছিস্।

স্নেহ। এই তুমি আমার বর আসবে বলে—বেশ মানিয়েছে তোকে।

আশা। কেন, পছন্দ হ'য়েছে নাকি?

স্নেহ। এমন বর কার না পছন্দ হয়—নে ভাই ঠাট্টা তামাসা রাখ। যা' বলেছিলাম তার কতদূর কি হ'ল?

আশা। তবে আর এত রাত্রে এলুম কি করতে? Every arrangement complete. ঘাটে নৌকা তৈ'রী—উঠলেই হয়। আমিও বাবার ক্যাস্‌বাক্স থেকে কিছু টাকা সংগ্রহ করেছি—নৌকাতে পণ্ডিত ম'শাইও অপেক্ষা করছেন। চল্ ত' বেরিয়ে পড়ে একটা ছোট থাট pleasure trip নিয়ে আসা যাক্। তারপর যা' বরাতে থাকে হ'বে। বাড়ীর সঙ্গে সমন্ধ ত' এই পর্য্যন্ত।

স্নেহ। কিলো ভয় পাচ্ছিস নাকি? Caged birdএর মত পরাধীন থাকার চেয়ে আকাশের মুক্ত পাখীর মত স্বাধীন হওয়া কি ভাল নয়? চল্ রাত ও ক্রমশঃ অধিক হয়ে আস্‌ছে, আর বিলম্ব করা উচিৎ নয়। আমি আর একটুও স্থির হতে পাচ্ছি না। এখনি সব জেগে উঠলে আমাদের সমস্ত আয়োজন পণ্ড হ'য়ে যাবে।

আশা। তবে চল্, গয়নাগুলো গা থেকে খুলে এই বাক্সর ভেতর পোর্।
বাইরে মাঝি বেটা দাঁড়িয়ে আছে তাকে দিয়ে সব নিয়ে যাওয়া যাবে।

স্নেহ। তবে খানকতক বইও সঙ্গে নোয়া যাক। Journeyতে monotony বোধ হ'লে বইগুলোয় অনেক কাজ দেখবে।

( নেপথ্যে—স্নেহ এখনও তুমি জেগে আছ—শোওনি ? )

স্নেহ। ঐ মা জেগে উঠেছে সর্ব্বনাশ করলে—আশা তুই ও ঘরের ভিতর যা।

( আশালতার অন্তরালে অবস্থান )

( মানদার প্রবেশ )

মানদা। রাত যে অনেক হয়েছে স্নেহ—এখনও জেগে রয়েছ। অসুখ করবে—শোও গে।

স্নেহ। হাঁ যাই মা। তুমি শোওগে আমি এই বই ক'খানা তুলে রেখে যাচ্ছি।

মানদা। আচ্ছা এস আর দেরী কোর না। ( প্রস্থান )

( আশালতার প্রবেশ )

আশা। আর না আর দেরি করা চলে না। শেষে সব পণ্ড হবে।

স্নেহ। তবে এই বাক্স নে চল্, খুব পা টিপে টিপে চল্ মা বড় সজাগ। Farewell my sweet Study ! Good bye dear father and farewell my loving mother ! শৈশবের সুখ-স্মৃতি farewell to thee ! (ক্যাস বাক্স, পুস্তক প্রভৃতি লইয়া উভয়ের প্রস্থান।)



## অষ্টম দৃশ্য।

মটুকের বাটী—অন্তঃপুর।

শশীবালা ও বিদ্যুৎলতা।

শশী। আগে আসুক মিন্সে—আজ তার একদিন কি আমার একদিন। এই এক হাতে রইল তাগা জোড়া আর এক হাতে রইল ঝাঁটা—তাগা জোড়া কিনে দেয় ভাল—নইলে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দোব। হত-ভাগা হাড়হাবাতে মিন্সের হাতে প'ড়ে আমার হাড় মাস কালী হ'ল। না পেলুম ভাল গহনা পরতে, না পেলুম ভাল কাপড় পরতে; বাঁদীর মত খেটে খেটে হাড়ে দূর্ব্ব্য গজিয়ে গেল। পোড়ারমুখো মিন্সের মাগ ম'লো খেটে—আর উনি হয়েছেন সমাজের কর্ত্তা।

( মটুকের প্রবেশ )

মটুক। কি গিন্নি আজ রণবেশ কেন?

বিদ্যুৎ। বাবা খুব সাবধান, আজ মা তোমার সঙ্গে duel লড়বেন।

শশী। এই যে এসেছেন। এই তাগাজোড়া কিনে দেবে কি না বল?

মটুক। বাড়ীতে ঢুকতে না ঢুকতেই ফরমাস্—এই এলুম তেতে পুড়ে আগে একটু ঠাণ্ডা হই।

শশী। কেন কোন্ চুলোয় গিয়েছিলে?

মটুক। যাব আর কোন্ চুলোয়—এই গজেন্দ্র বাবুর মেয়ের বে তাই বাজার টাজার করতে এত দেরী হ'ল।

শশী। চিরকাল কেবল পরের বাজার করেই ম'লে—আমার জন্যে ক'ল্লে কি? এখন এই তাগা জোড়া কিনে দিচ্চ কি না বল?

মটুক। তাই ত' বলছি—সাধ করে কি পরের বাজার করি। ও থেকে দু' পয়সা রোজগার হয়, নইলে তোমার তাগা কিনে দেব কেমন করে? তাগা হবে—ভাবনা কি।

শশী। বলি আমি ম'লে নাকি?

মটুক। না না এই আসছে মাসে—আসছে মাসে।

শশী। আর ভবি ভুলছে না, বরাবরই আসছে মাসে দিচ্ছ; এই ঝাঁটা মারব আর তাগা আদায় করবো।

মটুক। এঁ্যা মেয়ের সামনে আমায় অপমান, জান সমাজের মধ্যে আমি এখন একজন গণ্য মান্য লোক হইচি।

শশী। তোর সমাজের কাঁথায় আগুন, আমি রইলুম শুধু হাতে, উনি ক'চ্ছেন সমাজের ঘোঁট। (প্রহার)

মটুক। দেখ কখনও আমি তোমার গায়ে হাত তুলিনি, আজ আমার কিন্তু ভয়ানক রাগ হ'চ্ছে।

শশী। তবেরে মিন্সে আমার গায়ে তুমি হাত তুলবে। (পুনঃ প্রহার)

মটুক। তবেরে মাগী এই দেখ, তোকে রাখে কে? (প্রহারোদ্যত)

বিদ্যুৎ। খবরদার বাবা—মার গায়ে হাত তুলো না। স্ত্রীলোক পীড়ন করো না। (শশী বালার প্রতি) মা তোমার কোন ভয় নেই। আমাদের Emancipation Hallএ নাম লেখাবে চল, স্বামীর অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবে।

মটুক। এঁ্যা এ মেয়েটা বলে কি? ছি গিন্নি রাগ কি করতে আছে।

শশী। না রাগ করবো কেন? তোমার মুখে চিনির পানা ঢেলে দোব।

ঐ ঘোষালদের বাড়ী নেমন্তন্ন যাব—না আছে এক খানা গয়না, না আছে একখানা ভাল কাপড়। নেমন্তন্ন বাড়ী, পাঁচজন সেজে গুজে আসবে তার মাঝে আমি একটা দাসী বাঁদীর মত বেহালে যাব না কি ?

মটুক। না—তা কি আর ভাল দেখায়। এই এবারকার মত কারুর বাড়ী থেকে দু' একখানা চেয়ে চিন্তে নাও—আসছে মাসে তোমার তাগা বেওজর গড়িয়ে দোব।

বিদ্যুৎ। মা ! বাবার ও false কথায় বিশ্বাস করো না। আমায় ঐ রকম টেনিস ব্যাট্ কিনে দেবেন বলেছিলেন। তা' আজও দিচ্ছেন। আমি পণ্ডিত ম'শায়ের ব্যাট নিয়ে তবে খেলে আসি।

মটুক। ছি মা আর কেন উস্কে দিচ্ছ। তুমি ত মা বুদ্ধিমতী, লেখাপড়া শিখেছ—বাপের অমর্য্যাদা ক'রতে আছে কি ?

শশী। বটে বটে আমায় ফাঁকী দেবে, চল্ মিনসে সভার মাঝে তোমায় অপমান ক'রব তবে আমার নাম শশী বাম্‌নী। মনে করেছ অমনি ছাড়ব ( গলায় অঞ্চল দিয়া টানন )

মটুক। আহা হা—কর কি কর কি। মেয়ের সামনে—মাথা কাটা যায় যে। গলার কাপড় ছেড়ে দাও আমি আস্তে আস্তে যাচ্চি।

শশী। কাপড় ছেড়ে দোব ? এই আর এক পালটা দিলুম। দেশের লোকের কাছে পাগলামী করলে তারা ছেড়ে দেবে। আমার কাছে ভিট্‌কেলমি—ড্যাকরা নচ্ছার মিন্সে আমায় ফাঁকী। এই ভাল মানুষের মত চলবে ত' চল, নইলে জোর করে টেনে নিয়ে যাব। আয় ত' বিদ্যুৎলতা আমার সঙ্গে আয়ত'।

মটুক। ছি ছি কর কি—কর কি—এত লোকের সামনে কর কি।

( শশীবালা কর্ত্তৃক মটুককে টানিয়া লইয়া প্রস্থান )

বিদ্যুৎ। যাই মা। এইবার বেশ হয়েছে। মাকেও Emancipation Hall এর member করে নেবার বেশ সুবিধা হয়েছে। Bengali husband দের কঠোর অত্যাচারে সংসারের সুখ নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। Next meeting এ এ বিষয় নিয়ে move করতে হবে। যাতে husband and wife এর connection free থাকে তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে হবে, নইলে emancipation এর cause নষ্ট হয়ে যায়। (প্রস্থান)

## নবম দৃশ্য।

গজেন্দ্রের বাটী—বিবাহ সভা

গজেন্দ্র, করালী ও নদের চাঁদ।

গজেন্দ্র। কেন মেয়েটাকে লেখা পড়া শিখতে দিয়েছিলাম! আমার অকলঙ্ক কুলে কালী ঢেলে দিয়ে গেল। উঃ সর্ব্বনাশ করলে—সর্ব্বনাশ করলে। এখনি বর আসবে, আমি কেমন করে বেহাইএর কাছে মুখ দেখাব। আমি পালাই, আপনারা যা' হয় করবেন।

করালী। তা' কি হয়। এ আপনার কাজ আমরা কেমন ক'রে ক'রব? এক কাজ করুন তাড়াতাড়ী সেখানে খবর পাঠান—বলুন মেয়ের হঠাৎ ভয়ানক বাড়াবাড়ী ব্যামো হয়েছে।

(নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি ও কোলাহল)

গজেন্দ্র। আর খবর দেওয়া হয়েছে ঐ বর আসছে। আমি এখন কি করি—কি করি? পালাব—পাল াব—কোথায় পালাব?

করালী। আর পালাবেন কোথা ঐ সব এসে পড়েছে। এখন স্থির হ'ন —কি আর করবেন বলুন।

( রাম চাটুয্যে, বর ও বর যাত্রীগণের প্রবেশ )

গজেন্দ্র। বেহাই ম'শাই আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে—মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছে।

রাম। এঁ্যা বলেন কি! এমন শুভদিনে আবার কি বিপদ উপস্থিত?

গজেন্দ্র। আমার কন্যাকে পাওয়া যাচ্চে না। হায়! হায়! কি হলো! কি হলো!—কি সর্ব্বনাশ হলো!

রাম। এঁ্যা বলেন কি! মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না—এ কি কথা? আমি এই সব ভদ্র লোকদের নিয়ে এসেছি, আমায় দাঁড়িয়ে অপমান করতে চান্। হয় যেখান থেকে পারেন মেয়ে নিয়ে আসুন—নইলে চল্লিশ ভরি সোনা, নগদ দু'শো টাকা আর আমার যাবতীয় খরচ পত্র এখনি চুকিয়ে দিন। ভদ্রলোকের সঙ্গে দাগাবাজী—ইৎরমী।

গজেন্দ্র। আজ্ঞা! গহনা, টাকা, কড়ি সব নিয়ে পোড়াকপালী মেয়ে কোথায় চলে গেছে। আমার সর্ব্বনাশ করে গেছে! আমায় রক্ষা করুন—রক্ষা করুন।

রাম। বটে! জুচ্চুরি! জুচ্চুরি! আমার সঙ্গে প্রতারণা! Processionএর খরচ, গহনা, নগদ টাকা কড়ি সব কড়ায় গণ্ডায় আদায় ক'রব তবে ছাড়ব।

বরযাত্রীগণ। আর আমারও না খেয়ে এ বাড়ী থেকে নড়চি নি।

গজেন্দ্র। কি ক'রব মশাই—টাকা ত' আমার ঘরে নেই। বিধাতার বিড়ম্বনা কি ক'রব বলুন?

রাম। ও সব ফন্দি আমাদের কাছে খাটবে না। যেখানে থেকে পারেন এখনি টাকা চুকিয়ে দিন। আপনাকে ভদ্রলোক জেনে বিশ্বাস করে

ক'নের গহনা আর খরচ পত্রের দরুণ অগ্রিম টাকা পাঠিয়ে দিলাম—এখন ব'লছেন কি না মেয়ে পাওয়া যাচ্চে না। বিশ্বাসঘাতক! প্রতারক! এই কি আমাব বিশ্বাসের প্রতিদান!

গজেন্দ্র। ভগবান জানেন আমি কোন দোষে দোষী নই। হতভাগা মেয়েটার জন্য আমার এই অপমান।

রাম। ও সব চালাকি—ফন্দী রাখুন। আপনিই ত' সেই মেয়ের জন্মদাতা। আমি কোন কথা শুনতে চাই না। এখনি টাকা নিয়ে আসুন।

গজেন্দ্র। (করালী বাবুর প্রতি) করালী বাবু আপনার পায়ে পড়ি এই বিপদের সময় দরিদ্র ব্রাহ্মণকে রক্ষা করুন।

করালী। আমি কি ক'রব বলুন—আমার অবস্থা ত' আপনি জানেন?

গজেন্দ্র। আজ্ঞা আপনার অবস্থা জানি বলেই ত' বলচি। এ দায় থেকে আমায় উদ্ধার করুন। বিপন্ন ব্রাহ্মণকে বাঁচান—আমায় কিছু টাকা ধার দিন।

করালী। বলি ধারটা যে দোব কি দেখে দোব—আপনার সঙ্গে আলাপ আছে সত্য—তা' বলে ঘরের টাকা ত' জলে ফেলে দিতে পারি না। আমি এখন চল্লুম—আমায় এখন অনেক জায়গায় নিমন্ত্রণ রাখতে হবে। ছি আপনার সংসর্গে এসে আমারও অপমান। (প্রস্থান)

গজেন্দ্র। দেখুন রায় ম'শাই, বিচার দেখুন। বিপদের সময় লাঞ্ছনা ভোগ করাবার জন্য অম্লানবদনে আমায় একলা ফেলে চলে গেলেন। আমি ওঁর সঙ্গে একত্র বসে সমাজে ঘোঁট করে যোগেশ বাবুকে এক ঘরে করলুম। ওঁরা পেছনে ছিলেন বলেইত' এ কাজে এত সাহস হয়েছিল; না হ'লে যোগেশ বাবু আমার কত উপকার করেছিলেন

তাঁকে এক ঘরে করা কি আমার সাধ। আহা! তিনি অতি সদাশয় লোক। বোধ হয় এখনও তাঁর পায়ে ধরলে তিনি আমায় মার্জ্জনা করেন। তাঁকে সমাজে অপমানিত করবার জন্য কি না করেছি। শুধু করালী বাবুর পরামর্শেই যোগেশ বাবুর মত সরল প্রকৃতি ব্রাহ্মণকে পদে পদে অমর্য্যাদা করেছি—এখন তাঁর কাছেই বা মুখ দেখাই কি করে। আমি—এ ঘোর কলঙ্ক হ'তে এখন অব্যাহতি পাই কিসে? রায় ম'শাই! আপনি কি কিছু সাহায্য করতে পারেন না?

নদের। আপনাকে সাহায্য করব—এ একটা বড় কথা হ'লো। তবে কি না আমার হাল অবস্থা ত' জানেন। টাকা থাকলে অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করতুম; আপনাকে মুখ ফুটে বল্‌তে হতো না।

গজেন্দ্র। বন্ধুত্বের বেশ পরিচয় পেলুম—শিক্ষাও বেশ হলো। পরের অনিষ্ট ক'রতে গিয়ে নিজের সর্ব্বনাশ আমি স্বেচ্ছায় ঘরে ডেকে আনলুম—প্রতিফলও বেশ পেলুম।

( ঝী এর প্রবেশ )

ঝী। কত্তা বাবু! গিন্নি মা বল্লেন ঐ যোগেশ বাবুর হাতে পায়ে ধরে, তাঁকে এখনি একবার ডেকে নিয়ে আসুন, তিনি উকীল মানুষ তিনি এলে আমাদের অনেক ভরসা হবে—সব গোলমাল মিটে যাবে।

গজেন্দ্র। যোগেশ বাবুর কাছে কি মুখ দেখাবার জো আছে। তাঁকে নেমন্তন্ন পর্য্যন্তও করি নি।

নদের। তাই করুন গজেন্দ্র বাবু এ ভিন্ন ত' আর উপায় দেখছি না—বিপদে পড়লে সবই করতে হয়।

গজেন্দ্র। বেহাই ম'শাই একটু অপেক্ষা করুন আমি যোগেশ বাবুকে ডেকে আনি। ( প্রস্থান। )

রাম। ছিছি কি ঘৃণা—আমারও অপমান। এমন ঘরেও ভাইপোর বে দিতে এসেছিলাম। ভাল ঘর জেনে সম্বন্ধ কর্‌লুম শেষে এই কেলেঙ্কারী।

( যোগেশ, গজেন্দ্র ও নারানের প্রবেশ )

গজেন্দ্র। ( যোগেশের প্রতি ) কিছু মনে করবেন না ম'শাই—কিছু মনে করবেন না। না বুঝে এক ঘরে করতে গেছলুম। আপনি এমন সদাশয় তা' জানতুম না।

যোগেশ। কি রামনারান বাবু—আপনারই ভাইপোর সঙ্গে বিবাহ?

রাম। আর কি ব'লব ম'শাই, আপনাদের এই পাড়াতে বে দিতে এসে মানটা খুব বেড়ে গেল।

যোগেশ। আমাদের পাড়া বলবেন না—আমি এখন এ পাড়ার একজন সমাজচ্যুত নগণ্য ব্যক্তি মাত্র। যাঁদের পাড়া তাঁরা এই আপনার সামনেই খাড়া আছেন। আমি এ বিবাহের বিন্দু বিসর্গও জানি না। এই মাত্র আপানার বেহাইএর কাছে আপনার নাম শুনে ছুটে এলুম—শুনলুম ব্যাপারও বেশ গুরুতর।

রাম। যা' হোক আপনি যখন এসেছেন তখন আর কোন গোল নেই। কিন্তু খুব শিক্ষাটা পেলুম ম'শাই।

যোগেশ। থাক্ ও সব কথায় আর কাজ নেই। ব্রাহ্মণকে বৃথা আর পীড়ন কল্লে কি হবে। আপনার টাকা আর গহনা যা গজেন্দ্র বাবুকে দিয়েছেন—তার দায়ী আমি রইলুম। আর যদি আপত্তি না থাকে ত' এখন আসুন আমার বাড়ীতে পায়ের ধুলো দেবেন আসুন। এতগুলি ভদ্রসন্তান যে শুধু মুখে ফিরে যাবেন, তা' চোকের সামনে কেমন ক'রে হ'তে পারে—আমি তা' ছেড়ে দিতে পারি না।

রাম। তা' আপনি যখন বলছেন তখন আর আপত্তি কি।



নারান। কি গজেন্দ্র বাবু! আপনার করালী বাবু এখন কোথায়? অসময় দেখে বুঝি সরেছেন। বলি বড়মানুষ দেখে, তাঁর হুজুগে মেতে আমাদের একঘরে করতে গিয়েছিলেন, এখন আপনার ঘর রক্ষা করে কে? বড় মানুষদের চেনেন না ত'—ঘরের পয়সা খরচ করে মাথাটী হেঁট করে বড় মানুষদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখতে হয়। এখন যে কাজটী হ'লো তাতে বড় মুখ করে মাথা তুলে সমাজের ঘোঁট করার দফায় গয়া হলো। বলিহারী বাবা তোমাদের সমাজকে—আর তার সংস্কারের চেষ্টাকে। ভেতরে গলদ রেখে শুধু বাইরে সাফ্ করলে কি আর চলে।

গজেন্দ্র। আমার অপরাধ হয়েছে। আর আমায় কিছু বলবেন না—যথেষ্ট শিক্ষা পেলুম। এমন সদাশয় ব্যক্তির অনিষ্ট করতে গিয়ে তাঁর শাপ হাড়ে হাড়ে ফলেছে। এখন আপনাদের দোহাই—এসব কথা আর কারো কাছে প্রকাশ করবেন না।

নারান। না সে জন্য ভাববেন না। মাতাল হই আর যাই হই, পরের উপকার করতে পারি আর না পারি—পরের অনিষ্ট করতে যেন কখন প্রবৃত্তিও না হয়। বলিহারী কিন্তু আপনাদের! বাইরে সমাজ শাসন ব্যাপারে এত হুলস্থূল লাগিয়েছেন আর ঘরে মেয়েছেলে-দের শাসনে রাখতে পারেন না। সমাজ শাসন করতে না গিয়ে যদি ঐ মেয়েটাকে শাসন করতেন, যদি তাকে স্কুল কলেজে না দিয়ে গৃহ-ধর্ম্ম শেখাতেন, সংসার-কর্ম্মে ব্রতী রাখতেন—তা' হ'লে কি আজ এই প্রকাণ্ড কেলেঙ্কারীটা হ'ত। এখন দেখুন—বুঝুন—শিখুন। আর সমাজ সম্বন্ধে কোন কথা যেন আপনাদের মুখ থেকে না শুনতে পাই।

( মটুকের গলায় বস্ত্র দিয়া শশীবালার
টানিয়া আনিতে আনিতে প্রবেশ )

যোগেশ। এ আবার কি !—এ আবার কি !

শশী। বটেরে মিন্সে—মেয়ের সামনে আমার গায়ে হাত তোলা। এই সভার মাঝে সকলের সামনে এই তিন ঝাঁটা।

( প্রহার ও প্রস্থান )

মটুক। দেখেছেন—দেখেছেন। আমি বিষ খাব—গলায় দড়ি দেব। মাগ আমায় অপমান করে - আমি তাগা দিতে পারিনি ব'লে আমায় অপমান ?

নারান। বলি মটুক বাবু উনি কি আপনার স্ত্রী ? আমি ভেবেছিলাম হিড়িম্বা না আর কি ! বলিহারী বাবা—আপনারা এক একটি রত্ন। কেউ ফেলা যান না। খুব জবর সমাজপতি বটে। তা' যাক গলায় দড়িও দিতে হবে না, বিষও খেতে হবে না—যেমন কাজ তেমনি তার প্রতিফল। আপনাদের ধিক ! ঘরের মাগকে শাসনে রাখতে পারেন না— বাহিরে লম্বা চওড়া সভা-সমিতি করে সমাজ শাসন করতে যান। ( নদেরচাঁদের প্রতি ) আপনি এঁদের মধ্যে দেখছি বুদ্ধিমান -- বেড়ে আপোষে মিটমাট্ করে নিয়েছেন। ধিক আপনাদের সমাজ-কর্ত্তৃত্বে ! আর ধিক অপনাদের সমাজ-পতিত্বে ! যত ভণ্ডর দল জুটে এমনি করে দেশটাকে কি অধঃপাতে দিতে হয় ?

( পট পরিবর্ত্তন )

উজ্জ্বল দৃশ্য।

( নট ও নটীগণের গীত )

দেশ হুজুগে ভণ্ড তোরা দিলি দেশটা ছারেখার,
করলি যেমন কর্ম্মকাণ্ড তেমনি দণ্ড পেলি তার।
হিঁদুয়ানী নাই এক বিন্দু,
সাজলি তবু গোঁড়া হিন্দু,
সমাজ-ধর্ম্মে দিয়ে কালী করলি সব একাকার।
তোদের সব বলিহারি, নাই কি কড়ি
কিনে কলসী দড়ি—গলায় বেঁধে হও গঙ্গাপার।
বলি নাকো মিথ্যা কথা,
ঘুরি নাকো আমরা বৃথা,
খুঁজে দেখ পাবে এমন কত ভণ্ড অবতার।

যবনিকা।

